সাপ্তাহিক

প্রবাসীর কথা

প্রবাসের কথা বলে...

প্রকাশনার ১৩ বছর

www.probashirkotha.com

পৃষ্ঠা ১২ ● মূল্য ১০ টাকা

জেপ্রচা/প্রকা/২০১২/১১, ডিএ নং-৬১৪৭/১২

ঢাকা রবিবার : বর্ষ-১২ সংখ্যা-১৯ : ২ নভেম্বর-২০২৫: ১৭ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা

আমিরাতে সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বাংলাদেশি নিহত

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবিতে মাছ ধরতে যাওয়ার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় দুই বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

অপেক্ষায় ২ হাজার কর্মী

সচল হচ্ছে ইরাকের শ্রমবাজার

নিজস্ব প্রতিবেদক

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম শ্রমবাজার ইরাকে কর্মী পাঠানোর কার্যক্রম স্থবির ছিল দীর্ঘদিন। অচলাবস্থা কাটাতে নতুন করে বাংলাদেশ-ইরাক সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। সে অনুযায়ী দেশটিতে শুরু হয়েছে কর্মী যাওয়া। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দুই হাজারের বেশি বাংলাদেশি কর্মী ইরাকে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। জানা যায়, চলতি বছরের ১৪-১৫ সেপ্টেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে বাংলাদেশ-ইরাকের মধ্যে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক হয়। বৈঠকে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়। এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

বাংলাদেশি-ইন্দোনেশিয়ানসহ গ্রেফতার ৭৯০

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় ই-কমার্স জালিয়াতি দমনে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে বাংলাদেশি ও ইন্দোনেশিয়ানসহ ৭৯০ জনকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় ই-কমার্স প্রতারণায় ৫৪.১ মিলিয়ন রিঙ্গিতের ক্ষতি হয়েছে, যা দেশজুড়ে উদ্বেগ এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

মালয়েশিয়ায় দূতাবাসের কার্যক্রম আরও সহজ করা হবে

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় প্রবাসীদের কল্যাণে দূতাবাসের কার্যক্রম আরও সহজ, দ্রুত ও জনবান্ধব করা হবে বলে জানিয়েছেন সেখানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী। কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনের হলরুমে প্রবাসী সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় হাইকমিশনার মঞ্জুরুল এ কথা বলেন। বিভিন্ন জাতীয় ও প্রবাসভিত্তিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা বুধবার (২৯ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত এ সভায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার মালয়েশিয়ায় এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

স্বপ্নভরা প্রবাস জীবনের সমাপ্তি

মালদ্বীপে দুদিনে ৩ তরুণের মৃত্যু

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় স্বপ্ন পূরণের আগেই থেমে গেলো তিন প্রবাসী বাংলাদেশির জীবন। দু'দিনের ব্যবধানে মালদ্বীপে স্ট্রোক করে মারা গেছেন তারা। দেশটির প্রবাসীদের মাঝে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের তথ্যানুসারে, গত দুই দিনে আকস্মিকভাবে তিন প্রবাসী এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

প্রবাসীদের-জীবন-কাহিনী

এস. এম. রহমান পারভেজ
সম্পাদক, প্রবাসীর কথা

গত সংখ্যার পর

দেশের সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পর্ক

দেশের সঙ্গে প্রবাসীদের সম্পর্ক গভীর হয়েও গভীর হতে পারে না, তার কারণ প্রবাসীদের কখনোই দেশ সম্মানের চোখে দেখে না বা তাদের মূল্যবোধের জায়গাটা দেয় না। কারণ প্রবাসীরা দেশের বাইরে থাকে বলে। প্রবাসীরা দেশের জন্য দেশ ছেড়ে যায় অন্য দেশে এটা বুঝলেও বোঝে না দেশের মানুষ। বেশ বড় বড় মানুষ বলে, প্রবাসী-রা দেশ ছেড়েছে দেশের প্রতি তাদের মায়া, দেশের প্রতি তাদের টান নেই বলে, কিন্তু তারা এটুকু বোঝে না বা এটুকু বোঝার ক্ষমতা তাদের নেই যে, আমাদের দেশে কর্মসংস্থানেরর অভাবেই তারা দেশ ছেড়েছে, আমাদের দেশের মানুষজনদের ভালো রাখার জন্য তারা দেশ ছেড়েছে। দেশ প্রবাসীদের ভুলে গেলেও এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

আমিরাতে ৪০ লাখ টাকার স্বর্ণ জিতলেন বাংলাদেশি প্রবাসী

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

সংযুক্ত আরব আমিরাতে লটারিতে স্বর্ণ জিতেছেন আরেক বাংলাদেশি প্রবাসী মোহাম্মদ হায়দার আলী। ২৪ ক্যারেটের ২৫০ গ্রাম স্বর্ণ জিতেছেন তিনি। যার মূল্য বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৪০ লাখ টাকা। বৃহস্পতিবার এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

শ্রমিক পাঠানো এজেন্সির তালিকা চায় মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়া সরকার বাংলাদেশকে অনুরোধ করেছে এমন বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সির একটি তালিকা পাঠাতে, যারা নতুনভাবে নির্ধারিত ১০টি কঠোর মানদণ্ড পূরণ করতে সক্ষম। মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ২৭ অক্টোবর ২০২৫ পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছে, এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

বাংলাদেশিসহ ৬০ অভিবাসীকে ফেরত পাঠাল মালয়েশিয়া

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল-১ এবং টার্মিনাল-২ ব্যবহার করে এই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ফেরত পাঠানো এই ৬০ জনের মধ্যে ৫৬ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারী। তারা সবাই কেদাহ এর বেলানতিক ইমিগ্রেশন ডিটেনশন সেন্টারে আটক ছিলেন। এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

কুয়েতে 'প্রবাসীর জীবন' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

কুয়েত প্রতিনিধি

কুয়েত প্রবাসী লেখক, আ ক ম আজাদের রচিত 'দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স' থেকে প্রকাশিত প্রবাসীদের কাতারে দাঁড়িয়ে দেখা 'প্রবাসীর জীবন' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

দালালের ফাঁদে পড়ে জাম্বিয়ার জঙ্গলে ৩ বাংলাদেশি তরুণের মৃত্যু

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

পরিবারের মানুষদের জন্য ভালো ভবিষ্যৎ গড়বে, দেশে সুন্দর বাড়ি বানাবে- এমনই আশা ছিল চাঁদপুরের নাজমুল শিপু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আবেদ মিয়া ও চট্টগ্রামের সাইফ উদ্দিন রায়হানের এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

মালদ্বীপে ৪ বাংলাদেশির মরদেহ দেখতে হিমাগারে হাইকমিশনার

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

মালদ্বীপে গত কয়েক দিনে মৃত্যুবরণকারী চারজন প্রবাসী বাংলাদেশির মরদেহ দেখতে হাসপাতালের হিমাগারে যান মালদ্বীপস্থ বাংলাদেশের এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনারের সাথে এমবিএফএ'র সৌজন্য সাক্ষাৎ

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের নতুন হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অভিজ্ঞ কূটনীতিক জনাব মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি মালয়েশিয়া বাংলাদেশ ফোরাম অ্যাসোসিয়েশন (গইঋঅ)এর নির্বাহী কমিটির সঙ্গে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ ৩টায়, কুয়ালালামপুর বাংলাদেশ হাই কমিশনে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। বৈঠকে দুই পক্ষ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং সম্ভাবনা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব এরপর পৃষ্ঠা ২ এ দেখুন

আমিরাতে সড়ক দুর্ঘটনায়

প্রথম পাতার পর
আহত হয়েছে আরও একজন। নিহতরা হলেনড় নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার আমির হোসেন রুবেল (৪২) ও সিলেটের বিছানাকান্দি এলাকার নাসির উদ্দিন (৪৮)। আহত হয়েছেন চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার মোহাম্মদ মোক্তার আলী (৩৫)। স্থানীয় সময় শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) ভোরে আবুধাবির সিলা হাইওয়ে, বর্তমান খলিফা বিন জায়েদ রোডের ১১ নম্বর এক্সিটের আগে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত মোক্তার আলী জানান, সেদিন ভোরে তিনি তার বন্ধু নাসির উদ্দিনকে নিয়ে আবুধাবি শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরের হামিম এলাকায় মাছ ধরতে যাচ্ছিলেন। পথে গাড়ির ত্রুটি দেখা দিলে তিনি সেটি রাস্তার পাশে থামান। এরপর সহযোগিতার জন্য বন্ধু আমির হোসেন রুবেলকে ফোন করেন। রুবেল ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়ির কুল্যান্টে পানি ঢালতে যান এবং মোক্তারকে ইঞ্জিন চালু করতে বলেন। সেসময় রুবেল ও নাসির দুই গাড়ির মাঝখানে অবস্থান করছিলেন। ঠিক তখনই পেছন দিক থেকে ছয় চাকার একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের গাড়ি দুটিকে আঘাত করে প্রায় আধা কিলোমিটার টেনে নিয়ে যায়।

প্রবাসীদের-জীবন-কাহিনী

প্রথম পাতার পর
প্রবাসীরা কখনো দেশের কথা ভোলে না, তারা ভুলতে পারে না, কেননা সে সেদেশের নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারে। সুতরাং বলা যায়, প্রবাসীদের সঙ্গে দেশে সম্পর্কটা ততটা বন্ধুত্বপূর্ণ না হলেও দেশের প্রতি প্রবাসীদের একটা টান আছেই শুরু থেকে। কেননা তারা তাদের আপনজনদের দেখা পাওয়ার জন্য যেখানেই যাক না কেন সবশেষে তাদের দেশেই ফিরে আসতে হয়, মা বলে ডাকার জন্য নিজের গ্রামটার মনোমুগ্ধকর প্রতিচ্ছবি তাকে বার বার দেখায় যেন তার টান, দেশের প্রতি তার মায়া আরো তীব্র হয়ে ওঠে তার কাছে।
যে তীব্রতায় মিশে থাকে মা, মাটি, দেশ, মমতা অনেক কিছু। যা আসলে প্রবাসীদের মতো করে ভেতরে ভেতরে আর কেউ এত গভীর করে লালন করতে পারে না। পারবেই বা কেমন করে, প্রবাসীরা যে তাদের মায়া ত্যাগ করে অন্য দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারে না বা অর্জন করলেও তাদের বিবেকে তাদের অর্জন করতে দেয় না, সবসময় তাদের ভেতরে ভেতরে বুকের মধ্যে বাজতে থাকে যে, এটা তোমার দেশ না, এটা তোমার দেশ না। তোমার দেশ বাংলাদেশ। তখন প্রবাসীরা নতুন করে সবকিছু দেখতে শুরু করে, যে দেখায় মিশে থাকে দেশের প্রতি গভীর মমতা।
এই মমতাই তাদের আবার দেশে ফিরিয়ে আনে, প্রিয় মানুষের কাছে এসে তারা তাদের মুখ দেখে প্রবাসে থাকার তৃষ্ণা দূর করে। প্রবাসীরা আমাদের দেশের সম্পদ। তারা না থাকলে আমাদের দেশের উন্নতি এতটা চোখে পড়ত না, বাংলাদেশের নামটা অন্যান্য দেশের মতো এত স্পষ্ট করে পরিচিতি পেয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না বা তার কাজ সম্পর্কে, এই দেশ সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা হতো না।

বাংলাদেশিসহ ৬০ অভিবাসীকে

প্রথম পাতার পর
৯ প্রত্যাবাসিতদের মধ্যে বাংলাদেশি ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, নেপাল, লাওস, স্পেন, হংকং এবং ভিয়েতনামের নাগরিক রয়েছেন।
ই অভিবাসীরা মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন আইন ১৯৫৯/৬৩ (আইন ১৫৫) এর ধারা ১৫(১)(সি) এবং ৬(১)(সি) এবং ইমিগ্রেশন রুলস ১৯৬৩ এর অধীনে বিভিন্ন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তাদের অপরাধগুলোর মধ্যে বৈধ পাসপোর্ট বা পারমিট ছাড়া দেশে প্রবেশ করা এবং নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি দিন অবস্থান করছিলেন। নিজ নিজ শাস্তি ভোগ করার পরই তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়। এই প্রত্যাবাসন কার্যক্রমের নেতৃত্ব দেন টিপিপিআই নূর ইশাক বিন হামজাহ। তাকে সহায়তা করেন অন্যান্য পদের আরও আট জন কর্মকর্তা। কেদাহ অভিবাসন বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই ধরনের অবৈধ অভিবাসী প্রত্যাবাসন কার্যক্রম তাদের চলমান নজরদারি ও প্রয়োগমূলক কার্যক্রমের একটি অংশ।

স্বপ্নভরা প্রবাস জীবনের সমাপ্তি

প্রথম পাতার পর
বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছেড় সবাই হৃদরোগ বা স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে।
হাইকমিশনের কল্যাণ সহকারী মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জানান, মৃতদের একজন সজীব আহমেদ। তিনি ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার তামাট বাজার ইউনিয়নের বাসিন্দা। মাত্র দুই মাস আগে জীবিকার তাগিদে মালদ্বীপে পাড়ি জমান সজীব। তিনদিন আগে স্ট্রোকে মারা যান তিনি। তার মরদেহ এরই মধ্যে দেশে পাঠানো হয়েছে।
দ্বিতীয়জন আলম, গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার রায়েদ ইউনিয়নের বাসিন্দা। কর্মস্থলেই হঠাৎ স্ট্রোকে মারা যান তিনি। তার মরদেহও দেশে পাঠানো হয়েছে।
তৃতীয়জন রাসেল, ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার জয়ধরখালী গ্রামের বাসিন্দা। প্রবাসী শ্রমিক আশিক জানান, রাসেল প্রায় এক বছর ধরে সেনটারা গ্র্যান্ড রিসোর্টে কর্মরত ছিলেন। প্রতিদিনের মতো সকালে জিম করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। পরে স্থানীয় ক্লিনিক এবং রাজধানী মালের এডিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রাসেলের মরদেহ দেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
এই তিন তরুণের মৃত্যুতে মালদ্বীপে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে গভীর শোক নেমে এসেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছেন।
হাইকমিশনের তথ্যমতে, মালদ্বীপে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মৃত্যুর অধিকাংশ কারণ স্ট্রোক বা হৃদরোগ। ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী এসব শ্রমিক দীর্ঘদিন পরিবার থেকে দূরে থাকা, মানসিক চাপ ও কম আয়ের কারণে এমন মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশি-ইন্দোনেশিয়ানসহ

প্রথম পাতার পর
সৃষ্টি করেছে। বুকিত আমান বাণিজ্যিক অপরাধ তদন্ত বিভাগের (জেএসজেকে) পরিচালক দাতুক রুসদি মোহাম্মদ ইসা জানান, ই-কমার্স জালিয়াতি দমনে জেএসজেকে ২ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর 'অপ মেরপাতি খাস বিল. ১/২০২৫' নামে বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল ই-কমার্সভিত্তিক অনলাইন প্রতারণা রোধ করা। এতে প্রতারণায় জড়িত সিন্ডিকেট সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়। যারা প্রতারণার অর্থ লেনদেনে ব্যবহৃত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা, এটিএম কার্ড সরবরাহ ও টাকা উত্তোলনের মতো বেআইনি কার্যক্রম জড়িত ছিল। বুকিত আমান জেএসজেকে সদরদপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে পরিচালক দাতুক রুসদি জানান, দণ্ডবিধির ৪২০ ধারায় (প্রতারণা) এসব মামলা তদন্তাধীন। অভিযানে প্রতারণামূলক লেনদেনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা ৭৯০ জন 'অ্যাকাউন্ট খচ্চর' ও কল সেন্টার পরিচালনায় জড়িত ৩০ জনসহ মোট ৮২০ জনকে আটক করা হয়েছে।

মালদ্বীপে ৪ বাংলাদেশির মরদেহ

প্রথম পাতার পর
হাইকমিশনার ড. মো. নাজমুল ইসলাম। সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে রাজধানী মালের হিমাগারে উপস্থিত হয়ে হাইকমিশনার মরদেহগুলো পরিদর্শন করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।
নিহতরা হলেন- আলম চাঁদ মিয়া (৪৩) ড় ২৩ অক্টোবর ইন্দ্রাগান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ২. মো. রাসেল (৩৮) ২৫ অক্টোবর এডিকে হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। ৩. মো. ইমরান হোসেন (২৪), ২৬ অক্টোবর ইয়াস ন্যাচার রিসোর্ট মালদ্বীপে অকাল মৃত্যুবরণ করেন। ৪. রহমান মিয়া (৪২), ২৭ অক্টোবর এডিকে হাসপাতালে

মালয়েশিয়ায় সরকারি কার্যক্রমে মালয় ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

মালয়েশিয়া সরকারের যে কোনো কার্যক্রম, কর্মসূচি, প্রকল্প বা আনুষ্ঠানিক কার্যসম্পাদনে এখন থেকে পুরোপুরি মালয় ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারি পরিষেবা বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই নির্দেশনা সরকারের সেই অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার মাধ্যমে জাতীয় ভাষা হিসেবে মালয় ভাষাকে শক্তিশালী ও মর্যাদাবান করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
এই নির্দেশনা আজ জারি করা সরকারি পরিষেবা বিভাগের মহাপরিচালক তানশ্রী ওয়ান আহমাদ দাহলান ওয়ান আবদুল আজিজ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২২ সালের ৯ আগস্ট জারি করা একটি আগের নির্দেশনার ধারাবাহিকতায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যেখানে সব সরকারি অফিসে ও সরকারি সেবায় মালয় ভাষার ব্যবহার জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছিল।
নতুন এই নির্দেশনার অংশ হিসেবে একটি নীতি-নির্দেশনাও প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৃত্যুবরণ করেন। তিনি নির্মাণকাজে দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
মরদেহ দেশে পাঠানোর প্রস্তুতি
মো. রাসেলের মরদেহ কোম্পানির অর্থায়নে এবং দূতাবাসের সহযোগিতায় ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশে পাঠানো হবে। আলম চাঁদ মিয়া অবৈধ হওয়ায় পরিবারের অনুরোধে তার মরদেহ পাঠানোর দায়িত্ব নিয়েছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। এছাড়া মো. ইমরান হোসেন ও রহমান মিয়ার মরদেহও কোম্পানির অর্থায়নে ও দূতাবাসের সহায়তায় বাংলাদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
হাইকমিশনের সমবেদনা
?'মালদ্বীপে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই শোকের সময়ে আমরা তাদের পাশে আছি। প্রিয়জনদের মরদেহ যেন সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে দেশে পৌঁছানো যায়, সেজন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।'

দালালের ফাঁদে পড়ে জাম্বিয়ার

প্রথম পাতার পর
চোখে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার পথে পা বাড়িয়ে সেই স্বপ্ন শেষ হলো জাম্বিয়ার দুর্গম জঙ্গলে।
দালালদের মিথ্যা আশ্বাসে তারা ভেবেছিল সরাসরি ফ্লাইটে পৌঁছে যাবে তাদের গন্তব্যের দেশে। বাস্তবে অপেক্ষা করছিল অনাহার, শারীরিক নির্যাতন আর মৃত্যুর ফাঁদ। কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে দালালরা তাদের ইথিওপিয়া থেকে সড়কপথে মালাউই ও জাম্বিয়া হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পাঠানোর নামে ফেলে দেয় মানব পাচারের ভয়ংকর রুটে।
ফলে জাম্বিয়ার সীমান্ত ঘেঁষা জঙ্গলে নাজমুল ও আবেদ অনাহারে মৃত্যুবরণ করেন। রায়হান ছিলেন এসএসসি পাস তরুণ। তার সঙ্গীদের বর্ণনায়, স্থানীয় গাইডরা তাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার একপর্যায়ে মাটিতে ফেলে দেয়। সেখানেই থেমে যায় তার নিঃশ্বাস। মৃত্যুর আগে রায়হান নাকি বলেছিলেন, 'আমার পাসপোর্ট আর জুতাজোড়া আব্বুর কাছে পৌঁছে দিয়েন।'
তিন পরিবারের জীবনে এখন শুধু শোক আর অনিশ্চয়তা। কেউ লাশ ফিরে পাওয়ার আশায় দিন গুনছেন, কেউবা দালালদের হুমকি ও প্রতারণায় দিশেহারা। রায়হানের বাবা সালাউদ্দিন, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী। তিনি বলেন, 'ছেলেকে নিজের কাছে আনতে চেয়েছিলাম, এখন তাকে শুধু স্মৃতিতে পাবো।

আমিরাতে ৪০ লাখ টাকার স্বর্ণ

প্রথম পাতার পর
(৩০ অক্টোবর) সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ এক প্রতিবেদনে এই খবর জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ৩১ বছর হায়দার আলী সাপ্তাহিক ই ড্রতে এই স্বর্ণ পেয়েছেন। তিনি আমিরাতের আল আইনে থাকেন। সেখানে একটি ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকানে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কাজ করেন।
গত দুই বছর ধরে চার থেকে পাঁচ বন্ধু মিলে তারা লটারির টিকিট কিনছিলেন। অবশেষে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পেয়ে ২৫০ গ্রাম সোনা জিতেছেন তিনি। গালফ নিউজ জানিয়েছে, হায়দার আলীকে যখন লটারি কর্তৃপক্ষ ফোন করেন তখন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি ফোন করা হোস্টকে জিজ্ঞেস করেন, কত গ্রাম সোনা জিতেছি? তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন তার কোনো বন্ধু হয়ত মজা করছিলেন। কিন্তু সত্যিটা জানতে পেরে তিনি ও তার বন্ধু আনন্দে লাফিয়ে উঠেন।

শ্রমিক পাঠানো এজেন্সির

প্রথম পাতার পর
বাংলাদেশ হাইকমিশনকে ১৫ নভেম্বরের মধ্যে এসব যোগ্য রিক্রুটিং এজেন্সির নাম জমা দিতে হবে। এ তালিকা মালয়েশিয়ার মানবসম্পদ মন্ত্রণালয় নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হবে। চিঠিতে বলা হয়েছে, এই নতুন প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগে অনুমোদিত বেসরকারি এজেন্সির সংখ্যা 'যৌক্তিকীকরণ' করা। এ উদ্দেশ্যে একটি উদ্দেশ্যভিত্তিক ও যোগ্যতাভিত্তিক যাচাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নৈতিক ও গঠনমূলক শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
তবে শ্রমিক অধিকারকর্মীরা এ পদক্ষেপ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাদের আশঙ্কা, 'র?্যাশনালাইজেশন' নামে আবারও নতুন আকারে পুরোনো 'সিন্ডিকেট ব্যবস্থা' ফিরতে পারে।
কুয়ালালামপুরভিত্তিক শ্রমিক অধিকার বিশেষজ্ঞ অ্যান্ডি হল বলেন, যদি মানদণ্ডগুলো বাস্তবিকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে খুব অল্প কিছু এজেন্সি টিকে থাকবেড় এমনকি তাদের মধ্যেও কেউ কেউ শর্ত পূরণ করতে পারবে না। আমার মনে হচ্ছে এটি 'র?্যাশনালাইজেশন' নয়, বরং 'সিন্ডিকেশন।

কুয়েতে 'প্রবাসীর জীবন'

প্রথম পাতার পর
দেশটির আব্বাসিয়া জমজম হোটেলে।
কুয়েত প্রবাসী রেমিট্যান্সযোদ্ধা, সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার শিহাব উদ্দিন সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন কুয়েত বাংলাদেশ কমিউনিটির সভাপতি ও ব্যবসায়ী প্রকৌশলী মোহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন। 'প্রবাস বাংলা মিডিয়া ও দি পাথফাইন্ডার পাবলিকেশন্স' এর পরিচালক আমির হোসেনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে 'প্রবাসীর জীবন' বইয়ের ওপর আলোচনা করেন কুমিল্লা বিমানবন্দর বাস্তবায়ন পরিষদের সমন্বয়ক কামাল হোসেন, অনির্বাণ শিল্প-গোষ্ঠীর পরিচালক মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা, ফ্যামিলি ফোরাম কুয়েতের সভাপতি আব্দুল হাই ভূঁইয়া, সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নাসির উদ্দিন খোকন।
প্রবাসীদের কাতারে দাঁড়িয়ে দেখা প্রবাস জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'প্রবাসীর জীবন' বইয়ের মোড়ক উন্মোচনে কুয়েত কমিউনিটির বিশিষ্ট সংগঠক ও নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাশেদুল ইসলাম, আরিফ হোসেন, মো. জালাল উদ্দিন, আল-আমিন সরকার, মোহাম্মদ সেলিম, সাদেক রিপন, মো. বেলাল হোসেন, পেয়ার আহমেদ, বাবুল দাস, শাহ্ করিম, মো. মহিউদ্দিন প্রমুখ।
প্রবাসী লেখক আ ক ম আজাদের প্রবাসীর জীবন বইটিতে প্রবাসীদের জীবনের সফলতা ব্যর্থতার বৃত্তান্তের পাশাপাশি দেশ ও প্রবাসে তাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা, অধিকার ও নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। বইটিতে প্রবাসে সফল হওয়ার দিক নির্দেশনা ও বাস্তব রূপায়ণ বর্ণিত হয়েছে। তারা আশা প্রকাশ করেন, বইটি 'প্রবাসী পরিবার ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রবাসীদের ভাবনার সেতুবন্ধন রচনা করবে'।
প্রবাস বাংলা মিডিয়া কুয়েত থেকে চতুর্থ বই 'প্রবাসীর অধিকার' নামক গ্রন্থে বিশ্বের প্রবাসী সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিক ও গবেষকদের লেখা আহ্বান করা হয়েছে। নৈশভোজের মাধ্যমে প্রাণবন্ত সভাটি সমাপ্ত হয়।

অপেক্ষায় ২ হাজার কর্মী

প্রথম পাতার পর
৭০ জন শ্রমিক এরই মধ্যে ইরাকে গেছেন, বাকিরা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যাবেন। এসব কর্মীর ভিসা থেকে শুরু করে যাবতীয় সব ইরাক থেকেই আসছে। আমরা যাওয়ার প্রসেসটা শুধু করছি। খরচ হচ্ছে আড়াই লাখ টাকা।
বৈঠক সূত্র জানায়, ইরাক সরকার বাংলাদেশিদের নিয়োগের বিষয়ে ভূমিকা গ্রহণ, নিরাপদ, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল শ্রম অভিবাসন নিশ্চিত করতে ইরাকি নিয়োগকর্তার চাহিদাপত্র বাংলাদেশ দূতাবাসের সত্যায়নের পর কর্মী নিয়োগ করবে। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতে ইরাকে গমনেচ্ছু বাংলাদেশি কর্মীরা সে দেশে যাওয়ার আগে কর্মসংস্থান চুক্তি সই করবেন।
কর্মী পাঠানোয় মন্ত্রণালয়ের একাধিক শর্ত
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সাধারণ কর্মীদের মাসিক বেতন তিনশ ও গাড়িচালকদের বেতন চারশ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্তদের জন্য মেডিকেল, আবাসন ও পরিবহন ফ্রি থাকবে। চুক্তির মেয়াদ দুই বছর। বছরে ১৫ দিনের ছুটির সুযোগ দেওয়া হবে। প্রতিদিন আট ঘণ্টা করে, সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। ইরাকে পাঠানোর জন্য প্রত্যেক কর্মীর অভিবাসন ব্যয় ৬৫ হাজার ২৯০ টাকা। সমঝোতা স্মারকের চেয়ে দ্বিপপক্ষীয় চুক্তি বেশি জরুরি। এতে জবাবদিহিতা থাকে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- আমাদের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় যেন সাইন করেই দায়িত্ব শেষ না করে।- অভিবাসন বিশেষজ্ঞ আসিফ মুনীর
প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মো. হেদায়েতুল ইসলাম মন্ডল স্বাক্ষরিত এ অনুমোদনপত্রে বলা হয়েছে, ইরাকে শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩-এর ১৯ (৩) ধারা অনুযায়ী কঠোরভাবে বিএমইটির চলমান ডাটাবেজ থেকে কর্মী নির্বাচন করতে হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এক্ষেত্রে অবশ্যই বিএমইটি জারি করা প্রসেস ফলো চার্ট অনুসরণ করতে হবে। নির্দেশনায় বলা হয়, ডাটাবেজ থেকে কর্মী নেওয়ার বিষয়টি বিএমইটির মহাপরিচালক নিশ্চিত করবেন। কোনোভাবেই ডাটাবেজবহির্ভূত কর্মীর অনুকূলে ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স দেওয়া যাবে না। প্রত্যেক গ্রুপে বাংলাদেশি কর্মীরা ইরাকে পৌঁছানোর পর সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সিকে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বিএমইটি এবং বাংলাদেশ দূতাবাসে (ইরাক) বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
বহির্গমন ছাড়পত্রের আগে প্রত্যেক নির্বাচিত কর্মীর সঙ্গে নিয়োগ চুক্তি সই করা বাধ্যতামূলক। চুক্তির বিষয়টি রিক্রুটিং এজেন্সিকেই নিশ্চিত করতে হবে। চুক্তিপত্রের বাংলা অনুবাদ করা কপি বিএমইটি সত্যায়ন করে প্রত্যেক কর্মীকে দিতে হবে। আমাদের দেশ থেকে কর্মী পাঠাতে প্রায় সব দেশেই অভিবাসন খরচ অনেক বেশি। এসব টাকা তুলতে কর্মীদের দুই বছরের বেশি সময় লেগে যায়। কারও কারও আরও বেশি সময় লাগে। তাই সরকার নির্ধারিত যে খরচ আছে, এ খরচটা এজেন্সিগুলোর মেনে চলা উচিত।

মালয়েশিয়ায় দূতাবাসের কার্যক্রম

প্রথম পাতার পর
অবস্থানরত বাংলাদেশিদের কল্যাণ, সমস্যা সমাধান, বৈধকরণ কার্যক্রম, শ্রমবাজার, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সাংবাদিকরা প্রবাসী সমাজের চোখ ও কান। তাদের দায়িত্বশীল সংবাদ উপস্থাপন প্রবাসীদের বাস্তব চিত্র ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এসময় সাংবাদিকরা প্রবাসী বাংলাদেশিদের নানা সমস্যা তুলে ধরেন। এর মধ্যে ছিল পাসপোর্ট নবায়নে বিলম্ব, শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা, কনস্যুলার সেবার সীমাবদ্ধতা, দূতাবাস থেকে তথ্যপ্রবাহের ঘাটতি ইত্যাদি। জবাবে হাইকমিশনার জানান, এসব বিষয়ে দূতাবাসের কার্যক্রম আরও সহজ, দ্রুত ও জনবান্ধব করা হবে। মঞ্জুরুল করিম বলেন, 'আমরা চাই প্রত্যেক প্রবাসী নাগরিক যেন হয়রানি ছাড়াই সেবা পান। সেবা কার্যক্রমের মান বাড়াতে এরই মধ্যে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং তা আরও বিস্তৃত করা হবে। হাইকমিশনার আরও বলেন, 'মালয়েশিয়া বাংলাদেশের অন্যতম বড় শ্রমবাজার। আমরা চাই বৈধ উপায়ে শ্রমিক পাঠানোর প্রক্রিয়াটি আরও স্বচ্ছ ও টেকসই হোক, যাতে প্রবাসীরা নিরাপদে কাজ করতে পারেন এবং দুই দেশের অর্থনীতিই উপকৃত হয়।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের নতুন

প্রথম পাতার পর
পায়- মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি আরও জোরদার করা, বিশেষত সংস্কৃতি, ব্যবসা, শিক্ষা, উদ্ভাবন ও প্রবাসীদের সাফল্যকে বিশ্বমঞ্চে যথাযথভাবে উপস্থাপন করা। হাইকমিশনার জনাব মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী বলেন, "এমবিএফএ মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংয়ে যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে 'বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং ফেস্টিভ্যাল' একটি সময়োপযোগী ও দূরদর্শী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।" এছাড়াও তিনি আশ্বাস দেন যে, মালয়েশিয়া বাংলাদেশ কমিউনিটির শিশু-কিশোরদেরকে ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করতে এমবিএফএ-এর বাংলা স্কুল "আর্ট, কালচার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম" কার্যক্রমে হাইকমিশনের সহযোগিতা আরও জোরদার করা হবে।
হাইকমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন:
মোসাম্মাত শাহানারা মনিকা ডেপুটি হাইকমিশনার
সৈয়দ শরিফুল ইসলাম কাউন্সেলর (শ্রম)
মো. মুর্শেদ আলম কাউন্সেলর (কনস্যুলার)
প্রণব কুমার ঘোষ ফার্স্ট সেক্রেটারি (বাণিজ্য)
সুফি আব্দুল্লাহিল মারুফ ফার্স্ট সেক্রেটারি (প্রেস)
এমবিএফএ'র পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন:
প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম প্রেসিডেন্ট
মোহাম্মদ শহিদুল হাসান ভাইস প্রেসিডেন্ট
জাফর ফিরোজ ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক
মো. মাসুদুর রহমান স্থানীয় সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক প্রধান
মাহফুজ কায়সার অপু সদস্যপদ ও কল্যাণ বিষয়ক প্রধান
মো. কাজী নজরুল ইসলাম ব্যবসা ও অংশীদারিত্ব বিষয়ক প্রধান
ডা. মোহুয়া রায় চৌধুরী সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রধান
বেদৌরা নাজনীন ঈষিতা চেয়ারপার্সন, উইমেন ওয়েলফেয়ার উইং
বৈঠকটি এক আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সবাই আশা প্রকাশ করেন, এই মতবিনিময় ভবিষ্যতে বাংলাদেশমালয়েশিয়া সম্পর্ককে আরও গভীর, ফলপ্রসূ ও দীর্ঘমেয়াদে টেকসই সহযোগিতায় পরিণত করবে।

মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর প্রক্রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে: হাই কমিশনার

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ থেকে পুরোদমে কর্মী পাঠানোর বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটিতে নবনিযুক্ত বাংলাদেশ হাই কমিশনার মঞ্জুরুল করিম খান চৌধুরী। বুধবার বিকেলে কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাই কমিশনের হলরুমে প্রবাসী সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি।

হাই কমিশনার বলেন, মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর বিষয়ে মন্তব্য করার পর্যাপ্ত সময় হয়নি। এ ধরনের বিষয়ে ভুল তথ্য দেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে আমাদের মালয়েশিয়ান সরকারের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। তাই শ্রমবাজার সংক্রান্ত সংবাদ যাচাই-বাছাই করে সঠিকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, "মালয়েশিয়ায় প্রায় ১৫ লাখ বাংলাদেশি প্রবাসী আছেন। সাংবাদিকেরা সহজেই প্রবাসীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন এবং তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারেন। এতে দূতাবাস ও প্রবাসীদের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি হয়। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি সম্ভাব্য সমাধানের পথও তুলে ধরার চেষ্টা করা উচিত।"

প্রবাসী সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচার করে সাধারণ প্রবাসীদের সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান করে হাই কমিশনার বলেন, "অনেক সময় সাধারণ প্রবাসীদের সঠিক তথ্যের ঘাটতি থাকে। তারা মধ্যস্বত্বভোগীদের কথাই বেশি শোনেন, ফলে বিভ্রান্ত হন।

মালয়েশিয়ার বিমানবন্দরগুলোতে বিদেশিদের জন্য অত্যাধুনিক স্ক্রিনিং সিস্টেম চালু

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

মালয়েশিয়ায় বিমানবন্দরগুলোতে বিদেশি যাত্রীদের জন্য চালু হলো বহুল প্রতীক্ষিত অ্যাডভান্স প্যাসেঞ্জার স্ক্রিনিং সিস্টেম (এপিএসএস)। যা আজ শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) থেকেই কার্যকর হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্স, ভিয়েতজেট এয়ার, এমিরেটস এয়ারলাইন্স, স্কুট ও ইউএস বাংলা এয়ারলাইন্সসহ মোট ১০টি নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের জন্য এই ব্যবস্থা চালু হলো।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দীন নাসুশন ইসমাইল জানিয়েছেন, এর মূল উদ্দেশ্য হলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ইমিগ্রেশন বিভাগ এবং সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ সংস্থার যৌথ কার্যক্রমের কার্যকারিতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা। সফল পর্যালোচনা শেষে আগামী ২০২৬ সালের মার্চ মাস থেকে এটি দেশের সকল আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে।

এই অত্যাধুনিক সিস্টেমের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় অবতরণের আগেই যাত্রীদের তথ্য যাচাই করা হবে। এটি কর্তৃপক্ষকে সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলো অনেক আগেই চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম করবে, যা দেশের প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তাকে আরও শক্তিশালী করবে। এপিএসএস-এর বাস্তবায়ন ডেটা এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা জোরদার করার ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রতিফলন এবং ইমিগ্রেশন নিয়ন্ত্রণের সংস্কার প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার মানদণ্ড এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজোলিউশনের সাথে মালয়েশিয়ার সম্মতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সিস্টেমের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়সূচির চেয়ে এগিয়ে এনে ডিসেম্বর থেকে অক্টোবরে চালু করা হয়েছে।

জাতীয় সমন্বিত ইমিগ্রেশন সিস্টেম প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে এপিএসএস এর মূল লক্ষ্য হলো দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা আরও জোরদার করা।

এই প্রযুক্তি-নির্ভর পদ্ধতি দেশের সামগ্রিক স্থিতিস্থাপকতা বাড়াবে এবং মালয়েশিয়ার নিরাপদ বিমান চলাচল ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে ভাবমূর্তি আরও সুদৃঢ় হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রোমে অবৈধ মেসে গাদাগাদি ১৬ বাংলাদেশি উদ্ধার

ইতালি প্রতিনিধি

ইতালির রাজধানী রোমের ভিক্টোরিয়া এলাকায় পুলিশের অভিযানে একটি অবৈধ মেসবাসা থেকে ১৬ বাংলাদেশিকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ফ্ল্যাট ও মেসের মালিকের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আদালতের নিয়ম অনুসারে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। শনিবার স্থানীয় গণমাধ্যম পোসিতানো নোতিৎসিয়েতে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশি মালিকানাধীন ওই ফ্ল্যাটে অনেকে বসবাস করছিলেন। অন্যান্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা ওই ফ্ল্যাট থেকে 'দুর্গন্ধ' বের হওয়ার বিষয়টি পুলিশকে জানালে তদন্ত শুরু হয়।

'অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে' বসবাসরত ১৬ জন

পুলিশ জানায়, উদ্ধারকৃতরা একটি ছোট ফ্ল্যাটে গাদাগাদি করে বসবাস করছিলেন। ফ্ল্যাটে মাত্র তিনটি রুম ও একটি বাথরুম আছে। সেখানে প্রতিদিন ১০ ইউরো করে ভাড়া নেওয়া হতো।

অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তারা বলছেন, "ফ্ল্যাটের অবস্থা নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা নেই, রান্নাঘর ও বাথরুমের অবস্থা শোচনীয়।

রোম পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধভাবে পরিচালিত এই মেসে থাকার জন্য বাসিন্দাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হতে পারে। উদ্ধার হওয়া বাংলাদেশিদের পরিচয় নিশ্চিত ও বৈধ নথি যাচাইয়ের জন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চলছে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তারা বিভিন্ন কাজের খোঁজে রোমে এসেছিলেন।

রোম পুলিশের এক মুখপাত্র বলেন, মানবিক দিক বিবেচনায় প্রথমে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ ধরনের অবৈধ ও অমানবিক বাসস্থানের বিরুদ্ধে অভিযান নিয়মিত চালানো হবে।

তবে বাংলাদেশি কমিউনিটি নেতারা বলছেন, রোম ও অন্যান্য বড় শহরে বাংলাদেশিদের জন্য ভাড়া এবং থাকার খরচ খুব বেশি।

সীমিতসংখ্যক মালিকানাধীন ফ্ল্যাটের কারণে অনেকে এক ফ্ল্যাটে গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হন। তারা জানান, একজন মানুষের জন্য রোমে বাসা ও খাবারে মাসে প্রায় ৮০০ ইউরো খরচ হয়, যা অনেকের পক্ষে কঠিন।

'অগ্রহণযোগ্য আচরণ': বাংলাদেশের এমপি হতে প্রচারে নেমে সমালোচনায় লন্ডনের কাউন্সিলররা

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় সরকারের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের এমপি হতে প্রচার চালানোর কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছেন সেখানকার কয়েকজন কাউন্সিলর। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড লিখেছে, টাওয়ার হ্যামলেটসের বেশ কয়েকজন কাউন্সিলর নিশ্চিত করেছেন, তারা আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে লড়তে মনোনয়ন চাইবেন। তাদের একজন সাবিনা খান, যিনি বিএনপির প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে নামছেন।

সাবিনা ২০২২ সালে মাইল এন্ডে লেবার দলের হয়ে জয় পান। তবে গত বছর সেখানকার ক্ষমতাসীন অ্যাস্পায়ার পার্টিতে যোগ দেন। কাউন্সিলের নথিপত্র অনুযায়ী, তিনি টাওয়ার হ্যামলেটসের টাউন হলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকলেও গত ফেব্রুয়ারি থেকে অর্ধেকেরও কম বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পোস্ট অনুযায়ী, তিনি বাংলাদেশে প্রচার চালাচ্ছেন।

মাইল এন্ডের বাসিন্দা মোহাম্মদ হুসেইন ইভনিং স্ট্যান্ডার্ডকে বলেন, "আমি মনে করি না তিনি ঠিক করছেন। বেশিরভাগ সময় তিনি বাংলাদেশে থাকছেন। তার পদত্যাগ করা উচিত। আমরা তাকে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করেছি, বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নয়।

আরেক বাসিন্দা জাকির হুসেইন বলেন, "আমি আমার কাউন্সিলরকে নিয়ে খুশি নই। এমন প্রচুর লোক আছে, যারা অখুশি। পাঁচ-ছয় মাস তাকে আমরা দেখেছি। আমাদের কোনো সমস্যার ব্যাপারে তিনি কোনো জবাব দেন না।

বিএনপির প্রার্থী হওয়ার জন্য ল্যান্সবেরি ওয়ার্ডের স্বতন্ত্র কাউন্সিলর ওহিদ আহমেদও প্রচারণা চালাচ্ছেন। নিজের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি, নারী শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের খানাখন্দে ভরা রাস্তাঘাটে দুর্ভোগের চিত্রও তুলে ধরেছেন। ওহিদ আহমেদ ২০০২ সালে লেবার পার্টির হয়ে প্রথমবার কাউন্সিলর হন। পরে লুৎফুর রহমানের দলে যোগ দিয়ে ২০১৪ সালে টাওয়ার হ্যামলেটস ফার্স্টে জয় পান। পরবর্তীতে ২০২২ সালে অ্যাস্পায়ার পার্টির হয়ে নির্বাচিত হন। গত বছর ওহিদ আহমেদ দল ছেড়ে স্বতন্ত্র কাউন্সিলর হন। ২০২৬ সালের নির্বাচনে না লড়ার কথা বলেছেন তিনি।

টাওয়ার হ্যামলেটসের আরও একজন কাউন্সিলর বাংলাদেশের নির্বাচনে লড়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে প্রতিকবেদনে লিখেছে ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড।

২০২৪ সালের অগাস্টে গণঅভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর প্রথম সংসদ নির্বাচন হতে চলেছে বাংলাদেশে।

পূর্ব লন্ডনের অফিসে বসে বাংলাদেশের এ নির্বাচনে লড়ার অভিপ্রায় এবং প্রচার চালানোকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলছে সেখানকার স্থানীয় সরকার। 'হাউজিং, কমিউনিটিস ও লোকাল গভর্নমেন্ট' মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, এই ধরনের আচরণ 'গ্রহণযোগ্য নয়'। আমাদের স্পষ্ট বার্তা হল কাউন্সিলররা অবশ্যই কমিউনিটির লোকদেরই কার্যকরভাবে সেবা করবে, যারা তাকে নির্বাচিত করেছে। সব কাউন্সিলরদের সততা, বস্তুনিষ্ঠতা ও জবাবদিহিতাসহ 'নোলান মূলনীতি' মেনে চলতে হবে।

প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি সেবায় নতুন নিয়ম নিউ ইয়র্কে

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

নিউ ইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা নিতে এখন থেকে অনলাইন সময়নির্ধারণ (অ্যাপয়েন্টমেন্ট) বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আসছে পহেলা নভেম্বর থেকে নতুন এই নিয়ম কার্যকর হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া (ওয়াক-ইন) কোনো আবেদন আর গ্রহণ করা হবে না বলে জানিয়েছে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল।

সোমবার পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কনস্যুলেট জানায়, প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে, তার অংশ হিসেবেই বিদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বাংলাদেশি দূতাবাস, হাই কমিশন ও কনস্যুলেটে ভোটার নিবন্ধন ও এনআইডি প্রদানের কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদনকারীদের প্রথমে অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। এরপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ নির্ধারিত তারিখে কনস্যুলেটে উপস্থিত হয়ে প্রক্রিয়াটি শেষ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক, কানেকটিকাট, নিউ হ্যাম্পশায়ার, নিউ জার্সি, মেইন, ম্যাসাচুসেটস, রোড আইল্যান্ড ও ভারমন্ট অঙ্গরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসীরা এনআইডি সেবায় আগ্রহ দেখিয়েছেন। আবেদনকারীর চাপ ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার কারণে কনস্যুলেট সাময়িকভাবে 'ওয়াক-ইন' সেবাপ্রার্থীদের নির্দিষ্ট সংখ্যায় সুযোগ দিয়ে আসছিল, যা এখনও সীমিত আকারে চলছে।

তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও সেবার মান উন্নয়ন করতে আসছে পহেলা নভেম্বর থেকে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদন সম্পন্নের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ কনস্যুলেটে উপস্থিত হতে হবে।

কুয়ালালামপুরে ৪৭তম আসিয়ান সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ৮০ দলিল গৃহীত

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট আসিয়ানের ৪৭তম শীর্ষ সম্মেলনে মোট ৮০টি ফলপ্রসূ দলিল গৃহীত হয়েছে। গত ২৬ থেকে ২৮ অক্টোবর মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আসিয়ান নেতারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যু নিয়ে পর্যালোচনামূলক আলোচনা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র প্রেস সেক্রেটারি তেংকু নাসরুল আবাইদাহ জানান, গৃহীত দলিলগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আসিয়ান নেতাদের যৌথ বিবৃতি ও চুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তিনি আরও বলেন, এসব ফলাফল এসেছে আসিয়ান প্লাস থ্রি সম্মেলন, ইস্ট এশিয়া সামিট, এশিয়া জিরো এমিশন কমিউনিটি লিডারস মিটিং এবং রিজিওনাল কমপ্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ সম্মেলন থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। তেংকু নাসরুলের ভাষ্য অনুযায়ী, এসব দলিল মালয়েশিয়ার আঞ্চলিক বিরোধ ও সংকটগুলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনামুখী ভূমিকা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রচেষ্টার জন্য মালয়েশিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্মেলনে দুটি বড় বাণিজ্য উদ্যোগ চূড়ান্ত করা হয়ড় উন্নত আসিয়ান ট্রেড ইন গুডস অ্যাগ্রিমেন্ট, আসিয়ান-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ৩.০। এই দুটি উদ্যোগ আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রবাহকে নতুন মাত্রা দেবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

দীর্ঘ ১৪ বছর পর, তিমুর লেস্তে আনুষ্ঠানিকভাবে আসিয়ানের পূর্ণ সদস্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ২০১১ সালে তাদের আবেদন জমা পড়ার পর থেকে এটি ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত একটি মাইলফলক।

সম্মেলনের আরেকটি ঐতিহাসিক সাফল্য হলো ?'কুয়ালালামপুর শান্তি চুক্তি', যা স্বাক্ষর করেছে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির সাক্ষী ছিলেন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতুক সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আসিয়ান নেতারা মিয়ানমারের চলমান সংকট সমাধানে পাঁচ দফা ঐকমত্য পুনরায় জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। তারা সহিংসতা বন্ধ ও মানবিক সহায়তা বৃদ্ধির আহ্বান জানান, যেন মিয়ানমারে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হতে পারে। নেতারা দক্ষিণ চীন সাগরের স্থিতিশীলতা, নৌ চলাচলের নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

একই সঙ্গে ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দুই রাষ্ট্র সমাধানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোর প্রধানরা।

অপরাধ দমনে সহযোগিতা সম্মেলনে মালয়েশিয়া আন্তঃদেশীয় অপরাধ, মানবপাচার ও মাদক চোরাচালান রোধে যৌথ প্রচেষ্টা জোরদারের আহ্বান জানায়। পাশাপাশি, আঞ্চলিক শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তেংকু নাসরুল জানান, মালয়েশিয়া ২০২৬ সালের আসিয়ান চেয়ারম্যানশিপ গ্রহণের প্রস্তুতির জন্য ফিলিপাইনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে।

৪৭তম আসিয়ান সম্মেলন শুধু আঞ্চলিক রাজনীতি বা অর্থনীতির নয়, বরং শান্তি, সংহতি ও সহযোগিতার নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছে। কুয়ালালামপুর ঘোষণার মাধ্যমে এ বছর আসিয়ান আবারও প্রমাণ করেছেড় 'একতা ও সংলাপই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শক্তির মূলভিত্তি।

ইসলামী অর্থনীতির নতুন মাইলফলক

বিশ্বের প্রথম 'ক্লাইমেট সুকুক' চালু করলো মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

ইসলামী অর্থনীতিতে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে বিশ্বের প্রথম 'ক্লাইমেট সুকুক' চালু করেছে মালয়েশিয়া। এর মূল্য ২০০ মিলিয়ন ইউয়ান (প্রায় ১১৮ মিলিয়ন রিঙ্গিত)। বিশেষজ্ঞরা একে ইসলামী অর্থব্যবস্থার নতুন দিগন্ত ও সবুজ অর্থনীতির ভবিষ্যৎ রূপান্তরের একটি মাইলফলক হিসেবে দেখছেন।

বিশ্লেষকদের মতে, এই সুকুকের মাধ্যমে শরিয়াহভিত্তিক অর্থনীতি, সবুজ অর্থায়ন, ডিজিটাল টোকেনাইজেশন এবং কার্বন ক্রেডিট মনিটাইজেশনড় এই চারটি আধুনিক অর্থনৈতিক উপাদানকে একত্রিত করা হয়েছে, যা ইসলামী অর্থনীতিকে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সরাসরি যুক্ত করেছে।

এই সুকুকটি ঘোষিত হয় গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স ফোরাম ২০২৫-এ, যা অনুষ্ঠিত হয় কুয়ালালামপুরে। যৌথভাবে এটি ইস্যু করেছে হংকংভিত্তিক এবং মালয়েশিয়ার লাবুয়ান আইবিএফসি কাঠামোর আওতায়। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো লাবুয়ানকে বৈশ্বিক ডিজিটাল ইসলামী অর্থনীতির কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং জলবায়ুবান্ধব বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করা।

ইউনিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী ম্যানসফিল্ড ওয়ং বলেন, এই ক্লাইমেট সুকুক টেকসই ইসলামী বিনিয়োগের জন্য এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। এটি ইসলামী অর্থনীতিকে জলবায়ু পদক্ষেপে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে।

ফোরামে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতো সেরি আনোয়ার ইব্রাহিম আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্যোগের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, সরকার আগামী ২০২৬ সালের বাজেটে জলবায়ুবান্ধব ও স্বচ্ছ অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলোর জন্য আরও অধিক সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, মালয়েশিয়া শুধু ইসলামী অর্থনীতির নেতৃত্বস্থানীয় দেশই নয়, বরং জলবায়ু-সংবেদনশীল অর্থনৈতিক সংস্কারে পথিকৃৎ হতে চায়। ক্লাইমেট সুকুক সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তিনি জানান, তারা নবায়নযোগ্য জ্বালানি, স্মার্ট কৃষি ও কার্বন-নিরপেক্ষ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে, যা মালয়েশিয়ার 'নেট-জিরো রূপান্তর কৌশল' বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগ ইসলামী ফাইন্যান্স খাতকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করবে। কারণ এটি শুধু শরিয়াহ-সম্মত বিনিয়োগ নয় বরং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াইয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

মালয়েশিয়ার এই 'ক্লাইমেট সুকুক' উদ্যোগ একদিকে ইসলামী অর্থনীতির আধুনিকায়নের প্রতীক, অন্যদিকে টেকসই ও সবুজ ভবিষ্যতের জন্য এক কার্যকর অর্থনৈতিক হাতিয়ারড়্যা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোয় নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে।

ডলারের প্রভাব কমাতে ইউয়ানে ঋণদান বাড়াচ্ছে চীন

প্রবাসীর কথ ডেস্ক

আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারে ডলারের প্রভাব খর্ব করতে বিদেশে ইউয়ান বা রেনমিনবিতে ঋণদান বাড়াচ্ছে চীন। বিগত পাঁচ বছরে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংক অন্যান্য দেশে নিজস্ব মুদ্রায় ঋণ, আমানত ও বন্ডে বিনিয়োগ বাড়িয়ে চারগুণে তুলেছে। বর্তমানে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৪ ট্রিলিয়ন (৩ লাখ ৪০ হাজার কোটি) ইউয়ানে (৪৮ হাজার কোটি ডলার)। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদে বৈশ্বিক মুদ্রাপ্রবাহে ডলারের প্রভাব কমাতে চীন এখন আগের চেয়ে আরো বেশি আগ্রাসী নীতির প্রয়োগ ঘটাচ্ছে। খবর এফটি।

চীনে এখন বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য ইউয়ানে মূল্যায়িত বন্ড কেনার সুযোগও বাড়ছে। তবে প্রধানত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুদ্রাটির ব্যবহার বাড়ানোয় সবচেয়ে বেশি জোর দিচ্ছে দেশটি। সংশ্লিষ্টদের ভাষ্যমতে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলোর 'ডলারকে অস্ত্র হিসেবে' ব্যবহারের নীতির জবাব দিতে এমন নীতি গ্রহণ করেছে চীন। বিশেষ করে রাশিয়াকে অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগে চীনা ব্যাংকগুলোকে লক্ষ্য করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঘোষিত সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে।

অ্যাবসোলিউট স্ট্র্যাটেজি রিসার্চের উদীয়মান বাজারবিষয়ক অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম উলফ বলেন, 'চীনের দৃষ্টিকোণ থেকে ইউয়ানে লেনদেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি প্রমাণ করে যে যাই ঘটুক না কেন দেশটি তার বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারবে।

চীনের স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর ফরেন এক্সচেঞ্জের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, গত এক দশকে চীনা ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক আয়নির্দিষ্ট সম্পদ (ফিক্সড ইনকাম অ্যাসেট) বেড়ে দাঁড়িয়েছে দেড় ট্রিলিয়ন (দেড় লাখ কোটি) ডলারের সমপরিমাণে। এর মধ্যে ইউয়ানে মূল্যায়িত সম্পদের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে পৌঁছেছে ৪৮৪ বিলিয়ন (৪৮ হাজার ৪০০ কোটি) ডলারে। ৩৬০ বিলিয়ন (৩৬ হাজার কোটি) ডলারের ইউয়ানে মূল্যায়িত ঋণ ও আমানতও এর মধ্যে রয়েছে, যা ২০২০ সালে ছিল মাত্র ১১০ বিলিয়ন (১১ হাজার কোটি) ডলার।

ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টের (বিআইএস) হিসাব অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত চার বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় ইউয়ানে মূল্যায়িত বিদেশী ব্যাংক ঋণ ৩৭৩ বিলিয়ন (৩৭ হাজার ৩০০ কোটি) ডলার বেড়েছে। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির এক পর্যবেক্ষণে বলা হয়, 'এক্ষেত্রে ২০২২ সাল ছিল একটি টার্নিং পয়েন্ট। চীনের মধ্যে সে সময় ডলার ও ইউরোর পরিবর্তে ইউয়ানে ঋণ বিতরণের প্রবণতা দেখা যায়।

চীনে সুদহার তুলনামূলক কম হওয়ায় কেনিয়া, অ্যাঙ্গোলা ও ইথিওপিয়ার মতো দেশগুলো ডলারে নেয়া পুরোনো ঋণকে ইউয়ানে রূপান্তর করেছে। ইন্দোনেশিয়া ও স্লোভেনিয়া ইউয়ান বন্ড ইস্যুর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে এবং গত মাসে কাজাখস্তান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক মাত্র

৩ দশমিক ৩ শতাংশ মুনাফায় ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ইউয়ানের অফশোর বন্ড বিক্রি করেছে।

বেইজিংয়ের ইউয়ানে ঋণদান বৃদ্ধি পরিকল্পনার বড় অংশ যাচ্ছে বাণিজ্য অর্থায়নে। আন্তঃদেশীয় পেমেন্ট নেটওয়ার্ক সুইফটের তথ্য অনুযায়ী, গত তিন বছরে বৈশ্বিক বাণিজ্য অর্থায়নে ইউয়ানের হিস্যা চারগুণ বেড়েছে। গত সেপ্টেম্বরে এ হিস্যা দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৬ শতাংশে। এর মধ্য দিয়ে বাণিজ্য অর্থায়নে ডলারের পর দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবহৃত মুদ্রা হয়ে উঠেছে চীনা রেনমিনবি।

এছাড়া অফশোর ক্লিয়ারিং ব্যাংকের নেটওয়ার্ক ও বাণিজ্যিক অংশীদারদের সঙ্গে মুদ্রা-বিনিময়ের (সোয়াপ) মাধ্যমেও ইউয়ানের আন্তর্জাতিক ব্যবহার বাড়াচ্ছে চীন। পাশাপাশি নিজস্ব আন্তদেশী পেমেন্ট সিস্টেম সিপস (ঈরঢ়ং) ব্যবহারের ওপরেও জোর দিচ্ছে চীন। গত বছরই এ পেমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করে প্রতি প্রান্তিকে লেনদেনের গড় পরিমাণ ৪০ ট্রিলিয়ন ইউয়ান ছাড়িয়ে যায়।

তবে সুইফটভিত্তিক বৈশ্বিক লেনদেনে ইউয়ানের হিস্যা কিছুটা কমেছে। বিষয়টিকে চীনের অর্থপ্রবাহ সিপসে স্থানান্তরের ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বার্ট হফম্যান। এ অর্থপ্রবাহ স্থানান্তর চীনের বহুমুদ্রাভিত্তিক আর্থিক ব্যবস্থার লক্ষ্যকে এগিয়ে নিচ্ছে বলে মনে করছেন তিনি।

তিনি বলেন, 'চীনা কর্মকর্তাদের চোখে ডলারনির্ভর ব্যবস্থা অস্থিতিশীল এবং বহুমুদ্রা ব্যবস্থায় এ ধরনের কোনো অসুবিধা থাকবে না। চীনা শুল্ক বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত দশকে রেনমিনবিতে সংঘটিত বৈশ্বিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রতি মাসে গড়ে ১ ট্রিলিয়ন ইউয়ান ছাড়িয়েছে। বর্তমানে দেশটির মোট বাণিজ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ এবং আন্তসীমান্ত লেনদেনের অর্ধেকেরও বেশি নিষ্পন্ন হচ্ছে ইউয়ানে।

তবে মূলধন নিয়ন্ত্রণ নীতির কারণে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইউয়ানের ব্যবহার এখনো সীমিত। আইএমএফের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের শুরুতে বৈশ্বিক সরকারি রিজার্ভে ইউয়ানের অংশ ছিল মাত্র ২ দশমিক ১ শতাংশ। এর একটি বড় কারণ হলো সহজলভ্য ইউয়ানভিত্তিক সম্পদের অভাব।

এ সীমাবদ্ধতা কাটাতে বেইজিং ও হংকং যৌথভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছে। হংকং কর্তৃপক্ষ শহরটিকে স্থির-আয় ও মুদ্রা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলছে। পাশাপাশি, বেইজিং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য আন্তঃব্যাংক 'রিপো' বাজার উন্মুক্ত করেছে, যাতে তারা ইউয়ানে মূল্যায়িত সম্পদ জামানত হিসেবে ব্যবহার করে ঋণ নিতে পারে।

হংকংভিত্তিক আইনি সংস্থা সিমন্স অ্যান্ড সিমন্সের কর্মকর্তা ক্যারেন ল্যাম বলেন, 'এ উদ্যোগ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কিছু বাস্তব সমস্যারও সমাধান করছে। বিনিয়োগকারীরা তখনই এ ধরনের সম্পদে বড় বিনিয়োগ করবেন, যখন এগুলো শুধু আয় নয়, অন্য কাজেও ব্যবহার করা যাবে।

হংকংয়ের কর্তৃপক্ষ গত মাসেই ইউয়ানের তারল্য ও এতে মূল্যায়িত সম্পদের ইস্যু জোরদারে একটি 'রোডম্যাপ' ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে সিটি ব্যাংকের কর্মকর্তা পল স্মিথ বলেন, "এটি হংকংয়ের স্টক কানেক্ট প্রোগ্রামের মতোই তাৎপর্যপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত এর মধ্য দিয়ে আরো শক্তিশালী ফান্ডিং মুদ্রা হয়ে উঠবে ইউয়ান।

সব মাধ্যমে কাজ করতে চান জৌপারী

বিনোদন ডেস্ক

২০১০ সালে ঢাকায় এসেছেন বান্দরবানের মেয়ে জৌপারী লুসাই। পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, ঘুণাক্ষরেও অভিনয়ে আসার কথা ভাবেননি। ২০১২ সালে এনটিভির টেলিফিল্ম শেষ বলে কিছু নেই দিয়ে প্রথমবার ক্যামেরার সামনে দাঁড়ান জৌপারী। তখন বিএএফ শাহীন কলেজে পড়তেন। এক বন্ধুর কাছে শুনলেন টেলিফিল্মে এক কিশোরী চরিত্রের জন্য শিল্পী খুঁজছেন নির্মাতা মেজবাউর রহমান। পরে অডিশন দিয়ে টিকে যান।

নিজেকে প্রথমবার ছোট পর্দায় দেখে রীতিমতো আপ্লুত হয়েছিলেন। সেই সময়ের অনুভূতিকে অনেকটা ‘প্রথম প্রেমে পড়ার’ মতো বললেন এই তরুণ অভিনেত্রী। টেলিফিল্মটি প্রচারের পর পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছিলেন, যেটি তাঁকে অভিনয়ে অনুপ্রাণিত করেছে।

আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদের আলোচিত সিনেমা রেহানা মরিয়ম নূর-এ মিমি চরিত্রে অভিনয় করে নজর কেড়েছেন জৌপারী। এটি ২০২১ সালে বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হিসেবে কান চলচ্চিত্র উৎসবের ‘আঁ সার্তে রিগা’ বিভাগে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ‘প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান খেলনাছবির বিজ্ঞাপন করেছিলাম, সেখানে নির্মাতা সাদ ভাইও ছিলেন।’ খেলনাছবির সূত্র ধরেই সিনেমাটিতে কাজের সুযোগ পান তিনি। ২০১৭ সালে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হন, ২০১৮ সালে শুটিং করেন।

জৌপারী লুসাই বলেন, ‘সিনেমাটি করার আগে অভিনয় নিয়ে খুব একটা বুঝতাম না। সিনেমাটি করার পর অভিনয়কে সিরিয়াসলি নিই। তখন মনে হয়েছিল অভিনয় চালিয়ে যাব। সঙ্গে অভিনয় শিখবও।

বঙ্গ অরিজিনাল সিরিজ বিএনজি-তে অভিনয় করে তরুণ দর্শকের কাছে পৌঁছেছেন জৌপারী। আরেক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সারভাইভ-এও মূল চরিত্রে দেখা গেছে তাঁকে। তিনি বলেন, ‘বিএনজি ও সারভাইভ দুটি কাজের জন্যই খুব ভালো রেসপন্স পেয়েছি। দুটি কাজ দেখে অনেকে আমাকে চিনেছেন।

প্রায় এক যুগের ক্যারিয়ারে কোন কাজটিকে ‘টার্নিং পয়েন্ট’ বলবেন? জৌপারী বলেন, ‘আসলে এটা আমার পক্ষে বলা কঠিন। প্রতিটা কাজই মন থেকেই করি। আমি কাজ করে যেতে চাই, কাজটাকে ভালোবাসি।

এর মাঝে অভিনয়ে নিজেকে শাণিত করতে নাট্যব্যক্তিত্ব সৈয়দ জামিল আহমেদের কর্মশালায় অংশ নেন জৌপারী। জামিল আহমেদ নির্দেশিত আমি বীরাঙ্গনা বলছি-এ একজন নির্যাতিতা পাহাড়ি নারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি।

‘পারফেক্ট ওয়াইফ’ ইরা

২২ অক্টোবর মুক্তি পাওয়া চরকির ফ্ল্যাশ ফিকশন পারফেক্ট ওয়াইফ-এ একজন জাপানি তরুণী ইরার চরিত্রে অভিনয় করেছেন জৌপারী। ফিকশনটি পরিচালনা করেছেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম। ফিকশনটি মুক্তির পর ভালো সাড়া পাচ্ছেন জানিয়ে জৌপারী বলেন, ‘আমার পরিচিতদের মধ্যে যাঁরা কাজটা দেখেছেন, তাঁরা সবাই চরিত্রটা পছন্দ করেছেন। অনেকে বলেছেন, তুমি রোবট না মানুষ। সেলিমের পরিচালনায় এবারই প্রথম কাজ করেছেন তিনি। কাজের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘অনেক ভালো। কারণ, উনি আসলে অ্যাক্টিংটাকে দারুণভাবে ডিল করেন। খুবই আরাম করে আমি কাজ করেছি। অভিনয়ের ক্ষেত্রে পরিচালক অনেক ম্যাটার করে। আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ যে রকম আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, যেভাবে ইচ্ছা তুমি করো, ঠিক একইভাবে আমি বলব যে এই চরিত্রটা (ইরা) করতে গিয়ে আমি আমার মনে হয়েছে যে আমি আরও বেশি এনজয় করেছি।

সব মাধ্যমে কাজ করতে চান

ওটিটি, প্রেক্ষাগৃহের সিনেমা থেকে টিভি নাটকড়সব মাধ্যমেই কাজ করেছেন জৌপারী। তিনি বলেন, ‘টিভি হোক, ওটিটি হোক কিংবা সিনেমাড়সব মাধ্যমেই অভিনয় করতে চাই।’ ক্যারিয়ারের প্রথম সিনেমা রেহানা মরিয়ম নূর-এর পর আর কোনো সিনেমা মুক্তি পায়নি। মাঝে এনামুল করিম নির্ঝরের একটি সিনেমার কাজ শেষ করেছেন, তবে সিনেমাটি এখনো মুক্তি পায়নি। অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিতে চান জানিয়ে জৌপারী বলেন, ‘আমি অভিনয়ের কোন স্টেজে আছি, জানি না। তবে অভিনয়টা আমার প্রফেশন।

আমার প্যাশনের জায়গাও। আমি এটা সারা জীবন করে যেতে চাই।’

সামনে কী করছেন? তিনি বলেন, এখনো কোনো কাজ চূড়ান্ত হয়নি, তবে কিছু কাজের কথাবার্তা চলছে। যদি সবকিছু কনফার্ম হয়, তাহলে তো সামনের বছর দেখা যেতে পারে।

দাউদ ইব্রাহিম সন্ত্রাসী নন বলে বিতর্কে মমতা

বিনোদন ডেস্ক

দাউদ ইব্রাহিমের নাম হিন্দি সিনেমার দর্শকদের কাছে অজানা নয়। ‘নাম’ বললে বরং ভুল হয়। বরং এ ক্ষেত্রে মগনলাল মেঘরাজের উক্তি ‘নাম কী বদনাম বলুন’ বেশি জুতসই। দাউদের সঙ্গে বলিউডের যোগ বিশেষ করে হিন্দি সিনেমার নায়িকা মমতা কুলকার্নির সম্পর্ক নিয়ে অনেক খবর হয়েছে। তবে সেই মমতা এবার বললেন, দাউদ ইব্রাহিম নাকি সন্ত্রাসী নন!

বলিউডের সাবেক অভিনেত্রী ও বর্তমানে ধর্মগুরু মমতা কুলকার্নিকে ঘিরে নতুন বিতর্কে সরগরম ভারতজুড়ে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। গোরখপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেছিলেন, ‘দাউদ ইব্রাহিম সন্ত্রাসী নন, তিনিই মুম্বাই বিস্ফোরণের মূল হোতা নন।’ এই মন্তব্য ছড়িয়ে পড়তেই দেশজুড়ে শুরু হয় ব্যাপক সমালোচনা।

‘দাউদ সন্ত্রাসী নন’ মন্তব্যে ক্ষোভ

তিন দিনের এক আধ্যাত্মিক সফরে গোরখপুরে গিয়েছিলেন মমতা কুলকার্নি। গত মঙ্গলবার সেখানে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘দাউদ ইব্রাহিম মুম্বাই বিস্ফোরণ ঘটাননি। তিনি কোনো সন্ত্রাসী নন।’ এই বক্তব্যেই শুরু হয় বিতর্কের ঝড়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিন্দার বন্যা বইতে থাকে। অনেকেই অভিযোগ তোলেন, ভারতে সবচেয়ে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার দায় যাঁর ঘাড়ে, সেই দাউদ ইব্রাহিমকে নির্দোষ বলছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের মুম্বাই বিস্ফোরণে ২৫৭ জন নিহত ও ১ হাজারের বেশি মানুষ আহত হন। ওই ঘটনায় দাউদ ইব্রাহিমকে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছিল তদন্ত সংস্থা। দাউদ ৮০-এর দশকের শেষদিকে ভারত ছেড়ে পালিয়ে দুবাই ও পরবর্তী সময় করাচিতে বসবাস করছেন বলে ভারতীয় গোয়েন্দাদের দাবি।

চাপে পড়ে ব্যাখ্যা দিলেন মমতা

প্রবল প্রতিক্রিয়ার মুখে গতকাল বৃহস্পতিবার আবারও সংবাদমাধ্যমের সামনে আসেন মমতা। এবার তিনি বলেন, ‘আমার বক্তব্য ভুলভাবে প্রচার করা হয়েছে। আমি দাউদের নয়, বিকি গোস্বামী সম্পর্কে বলেছিলাম। দাউদ অবশ্যই একজন সন্ত্রাসী।

মমতা আরও জানান, ‘আমি দাউদ ইব্রাহিমকে কখনো দেখিনি, তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও নেই। আমি রাজনীতি বা চলচ্চিত্রের সঙ্গে এখন আর জড়িত নই। আমি সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিকতায় নিয়োজিত। একজন কঠোর সনাতন ধর্মাবলম্বী হিসেবে, কোনোভাবেই দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে আমার সম্পৃক্ততা সম্ভব নয়।’

কে এই বিকি গোস্বামী

বিকি গোস্বামী, যাঁর নাম মমতা উল্লেখ করেছেন,

একজন আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসায়ী, যিনি বহু বছর জেল খেটেছেন। ৯০-এর দশকে মমতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। ২০১৬ সালে থানে পুলিশের তদন্তে ২০০০ কোটি রুপির এক আন্তর্জাতিক মাদক চক্রে মমতার নামও উঠে আসে।

চলচ্চিত্র থেকে সন্ন্যাসজীবন

মমতা নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর অভিনীত হিট ছবির মধ্যে রয়েছে ‘করণ অর্জুন’, ‘ক্রান্তিবীর’, ‘চায়না গেট’ ইত্যাদি। ২০০2 সালে তিনি চলচ্চিত্রজগৎ থেকে সরে দাঁড়ান। কয়েক বছর ধরে মমতা কুলকার্নি উত্তর ভারতের বিভিন্ন আশ্রমে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করছেন। নিজেকে তিনি পরিচয় দেন এক ‘সন্ন্যাসিনী’ হিসেবে।

‘এখন আগের মতো কনসার্ট নেই’

বিনোদন ডেস্ক

২০০৫ সালে ‘ক্লোজআপ ওয়ান’ সংগীত প্রতিযোগিতা থেকে পেশাগত সংগীতে যাত্রা শুরু নাসরিন আক্তার বিউটির। এরপর থেকে তার নাম হয়ে যায় ‘লালনকন্যা’। সম্প্রতি লালন সাঁইয়ের ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে সেখানে পারফর্ম করেছেন এই শিল্পী। এ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা জানতে চাইলে তিনি মানবজমিনকে বলেন, আমি তৃতীয় দিন সেখানে গান করেছি। এবার তিরোধান দিবসটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করা হয়েছে। এবার একটা বিষয় খুব ভালো লেগেছে। প্রতিবার ওখানে শৃঙ্খলার ঘাটতি থাকে। তবে, এবার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখলাম। খুব ভালো প্রটোকল মেইনটেইন করা হয়েছে। প্রত্যেকটা শিল্পীর জন্য আলাদা জোন তৈরি করা হয়েছে। ২০০৫ সালে এই তিরোধান দিবসে আমাকে সংবর্ধনা দিয়েছিল। তখন আমি শিশুশিল্পী হিসেবে পারফর্ম করেছিলাম। স্টেজ শো নিয়ে বিউটি বলেন, গত সোমবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওপেন কনসার্ট করেছি। এ ছাড়া, ইন্ডিয়ান হাইকমিশন জাদুঘরেও ওপেন কনসার্ট করেছি। তবে, এখন আগের মতো কনসার্ট নেই বললেই চলে। এর একটা বড় কারণ প্রটোকল মেইনটেইন হচ্ছে না। প্রশাসনিক অবস্থাও ভালো না। এদিকে সম্প্রতি ‘ভোরের পাখি’ শিরোনামে একটি গান প্রকাশ হয়ে বিউটির। গানটির গীতিকার এইচ.ভি ওয়াহিদ এবং সুরকার পলাশ লোহা। ‘যখন তোমায় মনে পড়ে’- শিরোনামেও আরেকটি গান বের হয়েছে। গানটির গীতিকার ও সুরকার রওনক রায়হান। সামনে ছয়টা গানের একটি অ্যালবাম আসবে মিউজিক ভিডিও আকারে। বর্তমানে গানের অবস্থা প্রসঙ্গে বিউটি বলেন, সংগীতাঙ্গনের সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। নতুন গান প্রকাশের যেই রমরমা পরিস্থিতি ছিল, সেটা হারিয়ে গেছে। ওপেন এয়ার কনসার্টও হচ্ছে না। তবে শিল্পীদের তো আশা নিয়ে বাঁচতে হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় আছি।

সালমান খানকে নিয়ে বিগ বসে একাধিক অভিযোগ

বিনোদন ডেস্ক

ভারতের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো বিগ বস নিয়ে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। প্রতি সিজন শেষেই কোনো না কোনো অভিযোগ সামনে আসে। তবে চলতি সিজনে বেশ কিছু বিতর্ক আলোচনার কেন্দ্রতে। অভিযোগগুলো স্বয়ং অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক সালমান খানকে নিয়ে। অভিনেতার বিরুদ্ধে উঠেছে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। সঙ্গে এও বলা হচ্ছে, বিগ বসে কী হচ্ছে, এঁর খবর রাখেন না সালমান, উপস্থাপনা করেন চিত্রনাট্য মুখস্থ করে। তবে এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন অনুষ্ঠানটির প্রযোজক ঋষি নেগি। সম্প্রতি ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিগ বসের বিতর্ক নিয়ে কথা বলেছেন তিনি।

‘বয়স বাড়ছে, বুঝে ফেলি কে মিথ্যা বলে’ ফেসবুকে আঁখি আলমগীর

বিনোদন ডেস্ক

মাসখানেক হলো ‘প্রেম ব্যাপারী’ শিরোনামে নতুন একটি গান প্রকাশিত হয়েছে আঁখি আলমগীরের কণ্ঠে। দ্বৈত কণ্ঠের গানটিতে আঁখির সহশিল্পী পুলক অধিকারী। টুকটাক ব্যস্ত আছেন স্টেজ শো নিয়েও। বিনোদন অঙ্গনের বিভিন্ন আড্ডায়ও তাঁর উপস্থিতি দেখা যায়। এর মধ্যে হঠাৎ শুক্রবার সকালে ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে আঁখি লিখেছেন, তিনি খুব বিরক্ত। তিনি রেগে আছেন এবং বিরক্ত।

আঁখি আলমগীরের এমন পোস্টে ভক্ত-শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে চলছে আলোচনা। কেউ কেউ মনে করছেন, আঁখির এই ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে নিজের মানসিক ক্লান্তি, আশপাশের মানুষের ভণ্ডামি ও মিথ্যাচারের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন তিনি। ফেসবুক পোস্টে আঁখি লিখেছেন, ‘আমি খুব রাগ এবং বিরক্ত। রাগ; কারণ, আশপাশের কিছু মানুষের নাটক আর অভিনয় দেখে ক্লান্ত। কী সুন্দর সবাইকে বোকা ভেবে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে অন্ধ হয়ে তারা কত গল্প ফাঁদে, নাটক করে, অভিনয় করে...মুক্তি চাই ভণ্ডামি থেকে। মুক্তি চাই এই স্মেল থেকে। একটা নীরব, স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ জীবন চাই এখন।

আঁখি নিজের প্রতি বিরক্তির কথাও জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘বিরক্ত নিজের ওপর। এত কিছু তো না বুঝলেও হতো। আগে তো শুনে, দেখে সব বুঝে যেতাম। বয়স আর অভিজ্ঞতার কারণে ইদানীং রাগ, হিংসা বা মিথ্যাড়এগুলো স্মেল করতে পারি, অনুভব করতে পারি।’ পোস্টের শেষে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘বিশ্বাস করো, তোমার কল্পনার চেয়েও বেশি পাওয়ার যোগ্য আমি।

আঁখি তাঁর এ ফেসবুক পোস্ট কাদের উদ্দেশে লিখেছেন, সে ব্যাপারে কিছুই স্পষ্ট করেননি। তবে কেউ কেউ বলছেন, এই কয়েকটি বাক্যে যেন ফুটে উঠেছে আঁখি আলমগীরের ভেতরের ক্লান্তি ও শান্তি খোঁজার আকুতি। দীর্ঘ সংগীতজীবনে অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন তিনি। একসময় ছিলেন চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় শিশুশিল্পীড় ভাত দে’ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য পেয়েছিলেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও। পরে গানে মনোযোগী হন। অডিও অ্যালবাম, চলচ্চিত্রের গান আর স্টেজ পারফরম্যান্সড়সব জায়গাতেই তাঁর উপস্থিতি দারুণ প্রাণবন্ত।

অন্তঃসত্ত্বা ক্যাটরিনার ছবি ফাঁস, রেগে আগুন সোনাক্ষী

বিনোদন ডেস্ক

আর কিছু দিনের মধ্যেই মা হবেন ক্যাটরিনা কাইফ। বেবিবাম্পের ছবি ভাগ করে নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে সুখবর দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পাপারাজ্জিরা অন্তঃসত্ত্বা ক্যাটরিনাকে একবারও ক্যামেরাবন্দী করতে পারেননি। অবশেষে ক্যাটরিনার বাড়ির বাইরে থেকেই তাঁকে ক্যামেরাবন্দী করার চেষ্টা করলেন তাঁরা। এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিলেন অভিনেত্রীর অনুরাগীরা।

শুক্রবার সকালে ক্যাটরিনার কয়েকটি ছবি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। নিজের বাড়ির বারান্দায় ছিলেন অভিনেত্রী। পরনে ছিল হালকা গোলাপি রঙের পোশাক। ছবি ঝাপসা হলেও, ক্যাটরিনার চোখেমুখে মাতৃত্বের ছাপ লক্ষ করেন অনুরাগীরা। কিন্তু এভাবে কেন ছবি তোলা হলো? সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

ক্যাটরিনার এক অনুরাগী ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘ক্যামেরা ধরার আগে সভ্যতা শিখুন। বাড়ির মধ্যে ক্যামেরা তাক করছেন কোন সাহসে! মানুষ কি নিজের ব্যক্তিগত পরিসরেও শান্তিতে থাকতে পারবে না? এভাবে গোপনে ছবি তোলা অপরাধ ছাড়া আর কিছু নয়।’

এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা। ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, ‘আপনাদের কী সমস্যা? নিজের বাড়িতে থাকা একজন নারীর ছবি অনুমতি ছাড়া তুলে পাবলিক প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা? আপনারা সবাই অপরাধীর চেয়ে কম নয়। লজ্জাজনক।

সমালোচনার পর পোর্টালটি পোস্টটি পরবর্তী সময়ে মুছে দেয়। ভক্তরা সোনাক্ষীর এই সাহসিকতাকে প্রশংসা করেছেন। তবে পুরো ঘটনাটি নিয়ে ক্যাটরিনা বা ভিকি এখনো মন্তব্য করেননি।

শাবনূরের সঙ্গে সালমানের প্রেম উত্তরে যা বললেন শাবনূর

বিনোদন ডেস্ক

ঢাকাই চলচ্চিত্রে নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে হঠাৎ করেই একঝলক আলো ছড়িয়ে পড়েছিলড়সেই আলোয় দেখা মিলেছিল সালমান শাহ নামের এক তরুণ নায়কের। তাঁর সঙ্গে জুটি বেঁধে পর্দায় হাজির হন শাবনূর। চার বছরের সংক্ষিপ্ত সময়েই তাঁরা একসঙ্গে ১৪টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে গড়ে তোলেন এক অধ্যায়। সময় গড়িয়ে গেছে, কিন্তু সালমান শাবনূরের জুটির জনপ্রিয়তা আজও অমলিন।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ায় পরিবারের সঙ্গে বসবাস করছেন শাবনূর। এর মধ্যে সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দীর্ঘদিন পর সালমান শাহকে নিয়ে খুলে বলেন মনের কথা, ভাঙেন নীরবতার দেয়াল। শাবনূর বলেন, ‘সালমান শাহ আর আমাকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশে শুধু বলব, এসবের কোনো কথাই সত্য নয়। সালমানের কোনো বোন ছিল না, তাই আমাকে ছোট বোনের মতোই দেখতেন। আমাকে “পিচ্চি” বলে ডাকতেন। তাঁর মা-বাবাও আমাকে খুব আদর করতেন, মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন।

নিজের অনুভবের কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমিও সালমানকে ভাইয়ের মতোই দেখতাম। তবে আমাদের মধ্যে ছিল দারুণ বন্ধুত্ব। সালমান নাচে একটু দুর্বল ছিল। প্রায়ই বলতেন, “আমাকে একটু নাচ দেখিয়ে দে তো। আমি হাসতে হাসতে দেখিয়ে দিতাম।

সালমান-শাবনূরের সম্পর্ক ভাইবোনের মতো ছিল বলে জানান সালমান শাহর সেই সময়ের সহকারী মুনসুর আলী । বলেন, ‘আমি সাড়ে চার বছর সালমান ভাইয়ের সঙ্গে ছিলাম। তাঁদের প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু জানি না। বরং ভাই সব নায়িকাকেই সম্মান করতেন। শাবনূরকে প্রথম দেখেই বলেছিলেন, “আমার তো কোনো বোন নেই, তুমি আমার ছোট বোনের মতো।

সালমানের সঙ্গে শাবনূরের প্রথম দেখা হয়েছিল এফডিসিতে, সেদিন মৌসুমীর সঙ্গে সালমানের শুটিং চলছিল। পরবর্তী সময়ে ‘তুমি আমার’ ছবিতে সালমানের সঙ্গে কাজের সুযোগ হয় শাবনূরের। সেই ছবির সাফল্যের পর দর্শকেরা তাঁদের নতুন জুটিকে ভালোবাসতে শুরু করেন। শাবনূর বললেন, ‘আমাদের বোঝাপড়াটা ছিল অসাধারণ, একই দৃশ্যে আমরা একে অন্যের চোখের ইশারা বুঝতে পারতাম।

সালমানশাবনূরের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিলড়এমন গুঞ্জন দুজনের কাজের শুরু থেকেই প্রচলিত। শাবনূরের ভাষায়, ‘সালমানকে আমি ভাই ছাড়া অন্য কোনো চোখে দেখিনি। কিছু মানুষ আমাদের সম্পর্ক নিয়ে নানা মুখরোচক গল্প বানিয়েছে। কেউ কেউ সেটা দিয়ে ব্যবসাও করেছে। এতে আমার কষ্ট হয়েছে; কারণ, আমি আমার ক্যারিয়ারটা অনেক কষ্ট করে গড়েছি।

সালমানের স্ত্রী সামিরা হক সম্পর্কেও কথা বলেন শাবনূর। ‘সামিরা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। শুটিংয়ে প্রায় সব সময়ই সে থাকত। আমাদের মধ্যে কখনো কোনো মনোমালিন্য হয়নি। সামিরা নিজে আমার হাতে চুড়ি পরিয়ে দিয়েছে, পোশাক মিলিয়ে দিয়েছে, কানের দুল বেছে দিয়েছেড়আমরা সত্যিই খুব ভালো সময় কাটিয়েছি।’ বললেন শাবনূর।

সালমানের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার মুহূর্তটিকে জীবনের সবচেয়ে বড় ধাক্কা বলে মনে করেন শাবনূর। ‘হঠাৎ কেউ একজন জানাল, সালমান মারা গেছে। আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি। ভেবেছিলাম কেউ মজা করছে। পরে নিশ্চিত হয়ে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিলাম। এরপর এফডিসিতে গিয়ে ওকে শেষবার দেখি।’ বললেন শাবনূর।

স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে শাবনূর বলেন, ‘সালমান যদি বেঁচে থাকত, বাংলা চলচ্চিত্রের চেহারাটা আজ ভিন্ন হতো। যেমন উত্তম কুমার আর সুচিত্রা সেনের জুটি এখনো কিংবদন্তি, আমরা হয়তো তেমনভাবেই জায়গা করে নিতে পারতাম।’ শেষে তিনি বলেন, ‘যদি কোনো দিন সালমানের সঙ্গে দেখা হতো, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতামড়সালমান, তুমি কেন মরে গেলে? তোমার কী কষ্ট ছিল এত সাফল্য, এত ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও কেন তুমি চলে গেলে। সালমান-শাবনূর অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা ১৪টি। ছবিগুলো হচ্ছে ‘তুমি আমার’, ‘বিক্ষোভ’, ‘সুজন সখি’, ‘স্বপ্নের ঠিকানা’, ‘মহামিলন’, ‘বিচার হবে’, ‘তোমাকে চাই’, ‘স্বপ্নের পৃথিবী’, ‘জীবন সংসার’, ‘চাওয়া থেকে পাওয়া’, ‘প্রেম পিয়াসী’, ‘স্বপ্নের নায়ক’, ‘আনন্দ অশ্রু’ ও ‘বুকের ভেতর আগুন’। সালমান শাহ হয়তো আজ নেই, কিন্তু তাঁর উপস্থিতি এখনো জীবন্ত বাংলা সিনেমার পর্দায়, দর্শকের স্মৃতিতে। শাবনূর জানেন, সময় যতই পেরিয়ে যাক, তাঁদের নাম একসঙ্গেই উচ্চারিত হবেড়বাংলা চলচ্চিত্রের সবচেয়ে প্রিয় ও জনপ্রিয় জুটি হিসেবে।

পুলিশের নতুন পোশাক: আস্থার পুনর্গঠন না বিতর্কের হাতিয়ার?

আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশে পুলিশের নতুন পোশাক এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। কেউ বলছেন রঙটা নাকি খুব গম্ভীর, কেউ বলছেন "পুরনো নীলটাই পুলিশের আসল পরিচয়।" আবার কেউ এটাকে হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক, কটূক্তি ও মশকরার উপাদান বানিয়ে ফেলেছেন। সামাজিক মাধ্যমে ভাসছে অসংখ্য মন্তব্য ও মিমড় কেউ তুলনা করছেন অফিস গার্ডের সঙ্গে, কেউ বলছেন এটি নাকি পুলিশের মানসিক দূরত্ব বাড়াবে। কিন্তু এই হাস্যরসের আড়ালে যে যুক্তিহীনতা, অজ্ঞতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা লুকিয়ে আছে, সেটিই সবচেয়ে দুঃখজনক।

বাস্তবতা হলো, এই সমালোচকদের অধিকাংশই জানেন না কেন পুলিশ পোশাক পরিবর্তন করেছে। জানলেও বুঝতে চান না, পরিবর্তনের পেছনে কী বার্তা আছে। তারা শুধু রঙ ও কাপড় দেখছেন, কিন্তু বাহিনীর মনোভাব ও পেশাদারিত্বের প্রতীকী দিকটা বোঝার চেষ্টা করছেন না। স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় পাঁচ দশক ধরে বাংলাদেশ পুলিশ একই রঙের পোশাক ব্যবহার করেছে। সেই সময়ের প্রশাসনিক কাঠামো, সমাজ, প্রযুক্তি ও নিরাপত্তা প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। কিন্তু এখন পুলিশ বাহিনী শুধু অপরাধ দমনকারী নয়, বরং এটি জননিরাপত্তা, মানবিক সেবা ও প্রযুক্তি-নির্ভর অপারেশনের এক বহুমাত্রিক প্রতিষ্ঠান। তাই সময়ের দাবি ছিল বাহিনীর ভেতরে একটি মনস্তাত্ত্বিক রিফ্রেশমেন্টএকটি প্রতীকী পরিবর্তন যা সদস্যদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে। সেই প্রেক্ষিতেই এসেছে নতুন পোশাক "আইরন গ্রে"।

নতুন রঙটি কোনো ফ্যাশন নয়, বরং এটি মানসিক দৃঢ়তার প্রতীক। গ্রে মানে স্থিরতা, শৃঙ্খলা ও পরিমিতিবোধ। বিশ্বের বহু উন্নত দেশে পুলিশের পোশাক ধূসর, অলিভ বা কালোড়কারণ এই রঙে থাকে শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের বার্তা। বাংলাদেশের জলবায়ু ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় আইরন গ্রে একটি আধুনিক ও উপযোগী সংযোজন। পাশাপাশি এটি পুরনো মানসিকতা ভেঙে নতুন আত্মপরিচয়ের বার্তাও বহন করছে। প্রশাসনিকভাবে এই পরিবর্তনকে বলা হচ্ছে "মনোভাব পরিবর্তনের সূচনা"। অর্থাৎ বাহিনী যেমন পোশাকে পরিবর্তন আনছে, তেমনি আচরণ, দায়িত্ব ও সেবা-দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তনের চেষ্টা করছে।

কিন্তু সমাজের একাংশে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। কেউ কটাক্ষ করছে, কেউ ব্যঙ্গ করছে। তাদের মধ্যে অনেকে সত্যিই অজ্ঞড়জানেন না কেন এই পরিবর্তন হলো। কেউ আবার শিক্ষিত হয়েও উদ্দেশ্যমূলক সমালোচনার আশ্রয় নিচ্ছেন। আর কিছু মানুষ, যারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত, তারা ইচ্ছাকৃতভাবেই সরকারের প্রতিটি উদ্যোগে ত্রুটি খোঁজেন। এই তিন শ্রেণির মানুষই আসলে বাংলাদেশের নাগরিক সংস্কৃতির দুর্বল প্রতিফলন। আমরা এখনো পরিবর্তনকে ভয় পাই, আমরা এখনো নতুন কিছু দেখলে প্রথমে ঠাট্টা করি, তারপর ধীরে ধীরে মানিয়ে নেই। কিন্তু রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠান তখনই শক্তিশালী হয় যখন জনগণ পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়, ব্যঙ্গ করে না। এমনও অভিযোগ আছেড়ড়পোশাক বদলালে কি আচরণ বদলাবে? প্রশ্নটি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু একপাক্ষিক। আচরণ বদলানোর প্রক্রিয়া শুরু হয় মনস্তত্ত্বে, আর পোশাক সেই মানসিক রূপান্তরের প্রতীক হতে পারে। যেমনভাবে একটি নতুন পতাকা স্বাধীনতার প্রতীক, তেমনি নতুন ইউনিফর্মও হতে পারে নৈতিক পরিবর্তনের বার্তা। এর মাধ্যমে বাহিনীর সদস্যরা প্রতিদিন নিজেদের নতুনভাবে ভাবার সুযোগ পায়। তাই এই পরিবর্তন বাহ্যিক হলেও তা মানসিক স্তরে প্রভাব ফেলতে পারেড়ড়যদি নেতৃত্ব সৎ উদ্দেশ্যে তা কার্যকর করতে পারে।

বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক আছে। রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, নির্যাতনড়এসব অভিযোগের কারণে পুলিশের প্রতি জনবিশ্বাস ক্ষয়ে গেছে। তবে এর মানে এই নয় যে পুরো বাহিনী নষ্ট। দেশে হাজারো সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ পুলিশ সদস্য আছেন যারা জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করেন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা যায়, এই পরিবর্তন মূলত তাদের জন্যইড়ুযেন তারা নিজেদের নতুনভাবে দেখতে পারেন, যেন জনগণও পুলিশকে নতুন চোখে দেখতে শেখে। এটি আত্মসমালোচনার একটি প্রতীকী প্রকাশ, যা কোনো দেশের প্রতিষ্ঠানিক সংস্কারে একটি বড় ধাপ।

বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক আছে। রাজনৈতিক প্রভাব, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, নির্যাতনড়এসব অভিযোগের কারণে পুলিশের প্রতি জনবিশ্বাস ক্ষয়ে গেছে। তবে এর মানে এই নয় যে পুরো বাহিনী নষ্ট। দেশে হাজারো সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ পুলিশ সদস্য আছেন যারা জীবন বাজি রেখে দায়িত্ব পালন করেন। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা যায়, এই পরিবর্তন মূলত তাদের জন্যইড়ুযেন তারা নিজেদের নতুনভাবে দেখতে পারেন, যেন জনগণও পুলিশকে নতুন চোখে দেখতে শেখে।

উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানকার পুলিশ বাহিনী পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যের মেট্রোপলিটন পুলিশ ধূসর-নীল, জার্মান পুলিশ সবুজ-গ্রে, জাপান পুলিশ গাঢ় নীল-কালো রঙে কাজ করে। কেউ রঙ নিয়ে হাসাহাসি করে না, কারণ সেখানকার মানুষ জানে পোশাক নয়, এটি পেশাদারিত্বের প্রতীক। বাংলাদেশের "আইরন গ্রে" রঙও আন্তর্জাতিক মানে মানানসই। কিন্তু আমাদের সমাজে এমন এক ধরনের নেতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যেখানে পরিবর্তন দেখলেই প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় অবজ্ঞা, গবেষণামূলক বিশ্লেষণ নয়। এর সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যোগ হয়ে বিষয়টিকে আরও হাস্যরসাত্মক করে তোলে।

মিডিয়ার ভূমিকার কথাও এখানে আসতে হয়। কিছু গণমাধ্যমও এই পরিবর্তন নিয়ে হালকা মন্তব্য বা শিরোনাম করেছেড়ুযা পেশাদার সাংবাদিকতার সঙ্গে যায় না। সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব হলো তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ দেওয়া, ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য নয়। একটি জাতির উন্নত সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায় তার সংবাদ-আলোচনায়, সেখানে আমরা প্রায়ই ব্যর্থ হই।

তবে শুধুই পুলিশ নয়, জনগণেরও দায়িত্ব আছে। পুলিশ আমাদের প্রতিপক্ষ নয়, বরং আমাদের নিরাপত্তার সহযাত্রী। যদি আমরা কেবল ঘৃণা, বিদ্রুপ ও সন্দেহ দিয়ে পুলিশের দিকে তাকাই, তবে তাদের ভেতরও নেতিবাচক মানসিকতা তৈরি হবে। সমাজে বিশ্বাসের পুনর্গঠন তখনই সম্ভব, যখন উভয় পক্ষ একে অপরকে সহযোগিতা করবে। তাই পুলিশের পোশাক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মানসিকতাও বদলাতে হবেড় আমরা যেন আর শুধু দোষ খুঁজে না বেড়াই, বরং ইতিবাচক পরিবর্তনকে উৎসাহ দিই।

সবশেষে বলতে হয়, বাংলাদেশ পুলিশের নতুন পোশাক নিয়ে যত বিতর্ক, তা আসলে আমাদের মনোভাবের প্রতিফলন। আমরা এখনো বাহ্যিক পরিবর্তনকে সন্দেহের চোখে দেখি। কিন্তু এই নতুন পোশাক কোনো রঙের খেলা নয়ড়এটি একটি ঘোষণা, একটি প্রতিজ্ঞা যে প্রতিষ্ঠান বদলাতে চায়, দায়িত্বশীল হতে চায়। আজ যাঁরা হাসছেন, ঠাট্টা করছেন, কাল হয়তো তাঁরাই বুঝবেন এ পোশাক শুধু কাপড় নয়, এটি নতুন চিন্তা ও নতুন সেবার প্রতীক।

যদি আমরা এই পরিবর্তনকে রাজনীতির চশমায় না দেখে বাস্তবতার দৃষ্টিতে দেখি, তবে বুঝবড়এটি একটি আত্মসচেতন অধ্যায়ের সূচনা। বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী যখন নতুন পোশাকে দাঁড়ায়, তখন তারা কেবল নতুন রঙে নয়, বরং নতুন মনোভাব, নতুন প্রত্যয়ে নিজেদের দেশ ও জনগণের পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার প্রকাশ করছে।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী ও কলামিষ্ট
columnistazad@gmail.com

জেদ্দায় আন্তর্জাতিক বিজনেস সেমিনার অনুষ্ঠিত

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

সৌদি আরবের জেদ্দায় আন্তর্জাতিক বিজনেস সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেদ্দার কাছা-ডি ওরা হোটেলের হলরুমে দেশটির স্বনামধন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আল রাইই গ্রুপের উদ্যোগে এই সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও ইনভেস্টরবৃন্দ। এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সৌদি আরবে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী ও আগ্রহী ব্যবসায়ীদেরকে সৌদি আরবে ব্যবসা স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান করা এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা।

সম্মেলনটিতে সৌদি আরব ছাড়াও পাকিস্তান, স্পেন, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষ বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রবাসী ব্যবসায়ী ও ইনভেস্টররা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক এই প্ল্যাটফর্মটি সম্মেলেনের মাধ্যমে সৌদি আরবে বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশের পণ্য ও সেবার গুণগত মান এবং বিনিয়োগের আকর্ষণীয় সুযোগ তুলে ধরে। ?অষ জধবব এৎড়ঁঢ় সৌদি আরবে প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের ব্যবসা স্থাপন, লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা প্রদান করবে বলে জানায় । এই আয়োজন সৌদি আরবে বাংলাদেশি ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের জন্য এক ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কমার্শিয়াল কাউন্সেলর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, অষ জধবব এৎড়ঁঢ়-এর এই পদক্ষেপ সৌদি আরবে 'বাংলাদেশ ব্র্যান্ডিং' মজবুত করতে এবং বাংলাদেশ ও সৌদি আরব উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার বাজার সৌদি আরবে আরও বিস্তৃত হবে। ?সম্মেলনে উপস্থিত আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী এবং সৌদি আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যবসায়ীদের সামনে বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান অপার সম্ভাবনা তুলে ধরেন। বিশেষ করে তৈরি পোশাক (জগএ), পাট ও পাটজাতপণ্য, ঔষধ শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি (ওঞ) এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পে সৌদি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উপর জোর দেওয়া হয়।

কমার্শিয়াল কাউন্সেলর প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা যেন সৌদি আরবের বিশাল বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দেশের পণ্য সৌদি বাজারে সরবরাহ করেন এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে আরও ভূমিকা রাখেন। বাংলাদেশ কনস্যুলেট আশা করে, এই সামিটের মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং সৌদি আরবের মধ্যেকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও জোরদার হবে এবং বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা সৌদি আরবে তাদের ব্যবসার পরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেল ও দূতাবাস প্রতিনিধি, আলামিন গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান, স্কাই গ্লোবাল কন্ট্রাকটিং কোম্পানির চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

পর্তুগালে বাংলাদেশি যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের উপকণ্ঠে অবস্থিত কোস্টা দা কাপারিকায় শামীম হোসেন (৩৫) নামে এক বাংলাদেশিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। নিহত শামীমের বাড়ি কুমিল্লা জেলায় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাত আনুমানিক ১১টার দিকে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শামীম হোসেন একটি ফাস্টফুড রেস্তোরাঁয় কর্মরত ছিলেন। প্রতিদিনের মতো তিনি সেদিনও নিজের সাইকেল নিয়ে কাজে যান। দোকানের সামনেই সাইকেলটি পার্কিং করে রাখার কিছুক্ষণ পর এক আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ব্যক্তি সাইকেলটি চুরি করে পালানোর চেষ্টা করেন।

এ সময়, শামীম চোরকে দেখতে পেয়ে পিছু নেন এবং তাকে ধরার চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে ধস্তাধস্তির মধ্যে ওই ব্যক্তি সঙ্গে থাকা ছুরি দিয়ে শামীমের বুকে আঘাত করে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই শামীমের মৃত্যু হয়।

আগামী বছরের এপ্রিলে চীন সফরে আসবেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

আগামী বছরের এপ্রিলে চীন সফরে যাবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে আজ বৃহস্পতিবার চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে বৈঠক শেষে ট্রাম্প নিজেই এ কথা বলেছেন।
ট্রাম্প বলেন, তাঁর ওই সফরের পর কোনো এক সময় সি যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন। সেটা হতে পারে ওয়াশিংটন ডিসিতে অথবা ফ্লোরিডার পাম বিচে।
বৃহস্পতিবারের বৈঠককে 'দারুণ সফল' বলে বর্ণনা করে ট্রাম্প বলেন, সি এবং তিনি প্রায় সব বিষয়ে একমত হতে পেরেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'আমাদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য তাঁরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
সির সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেছেন, চীনা পণ্যের ওপর আরোপ করা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ শুল্কহার ৫৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪৭ শতাংশ করা হয়েছে।
ট্রাম্প-সির এই বৈঠকে আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, যা তুলে ধরা হলো
চীনের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক হ্রাস
সির সঙ্গে বৈঠকের পর ট্রাম্প বলেছেন, চীনা পণ্যের ওপর আরোপ করা যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ শুল্ক হার ৫৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪৭ শতাংশ করা হয়েছে। এই শুল্কহার তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।
যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য বিরোধের একটি অন্যতম প্রধান কারণ এই বিরল খনিজ।
প্রযুক্তিপণ্য তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ এই খনিজের প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর বেইজিং একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। গত কয়েক সপ্তাহে দেশটি বিরল খনিজ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর হয়েছে।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'বিরল খনিজসংক্রান্ত সব বিষয়ের সমাধান হয়ে গেছে এবং এটি কেবল যুক্তরাষ্ট্রে নয়, বরং সারা বিশ্বের জন্য...বিশ্বব্যাপী একই পরিস্থিতি। বিরল খনিজ পেতে চীনের পক্ষ থেকে আরও কোনো বাধা থাকবে না।'
চীন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সয়াবিন কেনা বাড়াবে বলেও জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'চীন অনেক বেশি পরিমাণে সয়াবিন কেনা শুরু করতে যাচ্ছে। আমি এতে খুশি।
এ ছাড়া সি তাঁর দেশে ফেন্টানিলের উপাদানের প্রবাহ বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সম্মত হয়েছেন বলেও জানান ট্রাম্প।
উত্তর কোরিয়া ও তাইওয়ান প্রসঙ্গ
ট্রাম্প বলেছেন, এবারের এশিয়া সফরে তিনি খুবই ব্যস্ত ছিলেন, উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে বৈঠক করার সময় ছিল না তাঁর।

নিউইয়র্কের ইহুদি ভোটারদের মন জয় করতে কী কৌশল নিচ্ছেন জোহরান মামদানি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিনে গত মাসে প্রগতিশীল ইহুদি উপাসনালয় সিনাগগ কোলট চায়েনুতে প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক দলীয় মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি। ইহুদিদের নববর্ষ রোশ হাসানাহ উপলক্ষে এ প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। এ সময় ব্যাপক করতালি ও উৎসাহ-উদ্দীপনায় জোহরানকে স্বাগত জানান ইহুদিরা। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ইহুদি জনবসতিপূর্ণ এই শহরে তাঁর জন্য এটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক মুহূর্ত।
ওই প্রার্থনা সভা ছাড়াও সম্প্রতি বিভিন্ন সিনাগগে এবং ইহুদিদের মহা পবিত্র দিনগুলোর উৎসবে অংশ নিয়েছেন জোহরান। এটি স্পষ্টভাবে তাঁর রাজনৈতিক কৌশলেরই অংশ।
আগামী ৪ নভেম্বর নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আগেই জোহরান এমন এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের পথে হাঁটছেন, যেখানে একদিকে রয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের ইসরায়েলবিরোধী ও ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থান, অন্যদিকে তিনি বিশাল ইহুদি জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়েও কাজ করে যাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বোডোইন কলেজে পড়ার সময় জোহরান সেখানে 'স্টুডেন্টস ফর জাস্টিস ইন প্যালেস্টাইন' নামের একটি সংগঠনের শাখা চালু করেছিলেন। এর প্রায় এক দশক পর তিনি পরিচিতি পেতে শুরু করেন। দীর্ঘদিনের নির্ভীক ও প্রকাশ্য ফিলিস্তিনিপন্থী অবস্থান তাঁর রাজনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে তা বিরোধীদের কাছে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুও হয়ে দাঁড়ায়।
জোহরানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে একাধিক প্রগতিশীল ইহুদি সংগঠন। যেমন বেন্ড দ্য আর্ক, জিউইশ ভয়েস ফর পিস (জেভিপি) অ্যাকশন এবং জিউস ফর রেসিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক জাস্টিস (জেএফআরইজে)। এসব সংগঠন প্রকাশ্যে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের ভূমিকার সমালোচনা করেছে এবং জোহরানের প্রচারে মাঠে নেমেছে।
আগামী ৪ নভেম্বর নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর আগেই জোহরান এমন এক সূক্ষ্ম ভারসাম্যের পথে হাঁটছেন, যেখানে একদিকে রয়েছে তাঁর দীর্ঘদিনের ইসরায়েলবিরোধী ও ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থান, অন্যদিকে তিনি বিশাল ইহুদি জনগোষ্ঠীর সমর্থন আদায়েও কাজ করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, বর্জন, বিনিয়োগ প্রত্যাহার ও নিষেধাজ্ঞা (বিডিএস) আন্দোলনে প্রকাশ্য সমর্থন এবং ইসরায়েলকে ইহুদি রাষ্ট্র বলতে অস্বীকৃতি জানানোয় উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক কর্মী, কংগ্রেসের ইহুদি ডেমোক্র্যাট ও জায়নবাদী অধিকারগোষ্ঠীগুলোর সমালোচনার মুখে পড়ছেন এই মেয়র প্রার্থী।
জোহরানকে নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও জরিপে দেখা যাচ্ছে, নিউইয়র্কে বসবাসরত ইহুদি ভোটারদের মধ্যে জোহরান মামদানিই সবচেয়ে এগিয়ে আছেন।
গত জুলাইয়ে জেনিথ রিসার্চ পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, জোহরান ইহুদি ভোটারদের মধ্যে ১৭ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। এমনকি বিভিন্ন ইহুদি উপগোষ্ঠীর মধ্যেও এগিয়ে আছেন তিনি।
গবেষক অ্যাডাম কার্লসন বলেন, 'ইহুদি সমাজের মধ্যে ধর্ম, বয়স, রাজনীতিসহ নানা বিভাজন রয়েছে। আমাদের জরিপে দেখা গেছে, নিউইয়র্কের ইহুদি ভোটারদের একটি বড় অংশের মধ্যে জোহরানের প্রতি সমর্থন প্রত্যাশার চেয়ে বেশি।
জোহরানের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে একাধিক প্রগতিশীল ইহুদি সংগঠন। যেমন বেন্ড দ্য আর্ক, জিউইশ ভয়েস ফর পিস (জেভিপি) অ্যাকশন এবং জিউস ফর রেসিয়াল অ্যান্ড ইকোনমিক জাস্টিস (জেএফআরইজে)। এসব সংগঠন প্রকাশ্যে গাজা যুদ্ধে ইসরায়েলের ভূমিকার সমালোচনা করেছে এবং জোহরানের প্রচারে মাঠে নেমেছে।
জিউইশ ভয়েস ফর পিস (জেভিপি) অ্যাকশনের রাজনৈতিক পরিচালক এবং সিনাগগ কোলট চায়েনুর সদস্য বেথ মিলার বলেন, রোশ হাসানাহর প্রার্থনা সভায় জোহরান উপস্থিত হওয়ায় মানুষ এত খুশি হয়েছিলেন যে তাঁরা প্রার্থনা শেষে তাঁকে ঘিরে ভিড় করেন। সেলিব্রিটি হওয়ার কারণে নয়, বরং তাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে তিনি মেয়র হলে হয়তো সবাই মিলে নতুন কিছু গড়ে তোলা যাবে।
আরেক প্রগতিশীল ইহুদি সংগঠন জেএফআরইজের সঙ্গে জোহরানের সম্পর্ক আরও পুরোনো। ২০২০ সালে অঙ্গরাজ্যের আইনসভা নির্বাচনে প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় থেকেই সংগঠনটির নির্বাচনী শাখা দ্য জিউইশ ভোট তাঁকে সমর্থন দিয়েছিল। সংগঠনটির সদস্যরা নিয়মিত প্রচার ও বিক্ষোভে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন।
সংগঠনটির রাজনৈতিক পরিচালক অ্যালিসিয়া সিংহাম গুডউইন বলেন, 'আমরা একসঙ্গে আন্দোলন থেকে গ্রেপ্তার হয়েছি।

হামাস নিরস্ত্র হোক, চান না ৭০ শতাংশ ফিলিস্তিনি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

বেশির ভাগ ফিলিস্তিনি গাজায় হামাসের নিরস্ত্রীকরণের বিরোধিতা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনায় ইসরায়েল সত্যিই গাজায় যুদ্ধের ইতি টানবে কি না, তা নিয়েও তাঁদের গভীর সংশয় রয়েছে।
এ নিয়ে অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজাজুড়ে একটি জরিপ চালিয়েছে ফিলিস্তিনি নীতি ও জরিপ গবেষণাকেন্দ্র (পিসিপিএসআর)। তাদের তথ্য অনুযায়ী, জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৭০ শতাংশ ফিলিস্তিনি বলেছেন, তাঁরা হামাসের নিরস্ত্রীকরণের ঘোরবিরোধী। হামাস নিরস্ত্র না হলে ইসরায়েল আবার হামলা শুরু করতে পারে, এমন আশঙ্কা থাকার পরও তাঁরা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটির অস্ত্র ছাড়ার পক্ষে নন।
হামাসের নিরস্ত্রীকরণের বিরোধিতা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে অধিকৃত পশ্চিম তীরে। সেখানে জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৮০ শতাংশ ফিলিস্তিনি বলেছেন, তাঁরা চান হামাসের সশস্ত্র শাখা নিজেদের অস্ত্র ধরে রাখুক।
২২ থেকে ২৫ অক্টোবর এ জরিপ পরিচালিত হয়। গত মঙ্গলবার জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
জরিপের প্রতিবেদনে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, হামাসের নিরস্ত্রীকরণের বিরোধিতা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে অধিকৃত পশ্চিম তীরে। সেখানে জরিপে অংশ নেওয়া প্রায় ৮০ শতাংশ ফিলিস্তিনি বলেছেন, তাঁরা চান হামাসের সশস্ত্র শাখা (ইজ্জেদিন আল কাসাম ব্রিগেড) নিজেদের অস্ত্র ধরে রাখুক। অধিকৃত পশ্চিম তীর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) অধীন পরিচালিত হয়। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী দল ফাতাহ। মাহমুদ আব্বাসের দল ফাতাহর সঙ্গে হামাসের মতবিরোধ রয়েছে। অন্যদিকে গাজার ৫৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি হামাসের নিরস্ত্রীকরণের বিরোধিতা করেছেন।
মোট ১ হাজার ২০০ ফিলিস্তিনি এ জরিপে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৭৬০ জন অধিকৃত পশ্চিম তীর ও ৪৪০ জন গাজার বাসিন্দা।
জরিপে অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, গাজা যুদ্ধ অবসানে ট্রাম্প যে শান্তি পরিকল্পনা করেছেন, তা নিয়ে তাঁরা গভীরভাবে সন্দিহান।
মুখোমুখি কথা বলে এ জরিপ পরিচালিত হয়েছে। পরে সমীক্ষার উত্তরগুলো এমন একটি সার্ভারে জমা হয়, যেখানে শুধু পিসিপিএসআর গবেষকদের প্রবেশাধিকার রয়েছে।

সাড়ে ৯২ হাজার কোটি ডলার তহবিলের বিনিয়োগ পরিকল্পনায় কেন বড় পরিবর্তন আনছে সৌদি আরব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

সৌদি আরব তাদের ৯২ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের বিনিয়োগ কাঠামোয় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে। এক দশক ধরে দেশটির উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল বিশাল রিয়েল এস্টেট গিগাপ্রকল্প। এবার সেই দিক থেকে সরে এসে সৌদি সরকার এই তহবিলের বিনিয়োগকে আরও বিস্তৃত ও টেকসই খাতে পুনর্গঠন করতে চাইছে বলে রয়টার্সকে জানিয়েছেন পরিকল্পনাটি সম্পর্কে জানেন, উচ্চপর্যায়ের এমন একটি সূত্র।
২০১৬ সালে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান 'ভিশন ২০৩০' ঘোষণা করেছিলেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করা ও বিশাল রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটানো। এই পরিকল্পনার প্রধান অর্থায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে সৌদি আরবের সার্বভৌম তহবিল পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ)।
মরুভূমিতে ভবিষ্যতের শহর
পিআইএফের মূল পরিকল্পনায় ছিল নিওমডুলোহিত সাগরসংলগ্ন মরুভূমিতে ভবিষ্যতের শহর গড়ে তোলা। পাশাপাশি দেশটির উত্তরাঞ্চলের পাহাড়ে কৃত্রিম তুষার ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনাও ছিল।
নিওমে ৯০ লাখ মানুষের বসবাসের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্পটি বারবার বিলম্বিত হচ্ছে।
সূত্রটি জানিয়েছে, এখন টেকসই ও স্বল্পমেয়াদি আর্থিক মুনাফা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই পিআইএফ নতুন কৌশল হিসেবে খনিজ সম্পদ, লজিস্টিক খাত এবং ধর্মীয় পর্যটনের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে।
এ ছাড়া সৌদি আরব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও ডেটা সেন্টারে বড় বিনিয়োগ করছেড়যেগুলো দেশটির বিপুল জ্বালানি সম্পদ ও হাইড্রোকার্বনের ওপর নির্ভর করে পরিচালিত হবে।
রিয়াদে অনুষ্ঠিত বার্ষিক ফিউচার ইনভেস্টমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এফআইআই) সম্মেলনে পিআইএফের গভর্নর ইয়াসির আল-রুমাইয়ান বলেন, নতুন কৌশল খুব শিগগির ঘোষণা করা হবে।
নতুন অগ্রাধিকার
পিআইএফ ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর দ্রুত মুনাফা আনার চাপ বৃদ্ধির পর থেকেই তাদের পরিকল্পনায় এমন পরিবর্তন এসেছে। পিআইএফ অবশ্য এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি। বিশ্লেষকদের মতে, অনেক গিগাপ্রকল্প এখনো প্রত্যাশিত মুনাফা দিতে পারেনি, অনেকগুলো শেষও হয়নি। ফলে তাদের বিপুল ব্যয় এখন প্রশ্নের মুখে।
তহবিলটির বর্তমান পাঁচ বছর মেয়াদি বিনিয়োগ কৌশল এ বছর শেষ হতে যাচ্ছে।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান কেন কোনো সমঝোতায় পৌঁছাতে পারছে না

আন্তর্জাতিক ডেস্ক

দক্ষিণ এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনা ও সংঘাত থামানোর উদ্দেশ্যে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে চার দিনের আলোচনা ব্যর্থতায় শেষ হয়েছে। পাকিস্তানের কর্মকর্তারা এমনটা বলেছেন। বুধবার ভোরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করা এক বার্তায় পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার আফগান প্রতিনিধিদলকেই ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছেন।
কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় এই আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। এর আগে দোহায় দুই দেশের মধ্যে প্রথম দফার বৈঠক হয়েছিল। ওই বৈঠকের পর ১৯ অক্টোবর এক সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থামিয়ে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছিল। গত সোমবার পাকিস্তানের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন, আফগান প্রতিনিধিরা ইসলামাবাদের মূল দাবির বিষয়ে অবস্থান বদল করেছেন। তাঁদের মূল দাবি ছিল, কাবুলকে পাকিস্তান তালেবান (টিটিপি) গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তা আল-জাজিরাকে বলেন, আফগান আলোচক দলকে কাবুল থেকে দেওয়া নির্দেশনাগুলোই আলোচনাকে জটিল করে তুলেছে।
বিশ্লেষকেরা আশা করছেন, পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়ানো থেকে দুই দেশকে বিরত রাখতে শেষ মুহূর্তের চেষ্টা চলতে থাকবে। তবে দুই দেশের মধ্যে নতুন সংঘাতের আশঙ্কা এখন প্রবল বলে মনে করছেন তাঁরা।
আলোচনায় ব্যর্থতার জন্য কাবুল কর্তৃপক্ষ পাল্টা পাকিস্তানকে কর্তৃপক্ষের বরাতে আফগান গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের মধ্যে 'সমন্বয়ের অভাব' ছিল, তারা 'পরিষ্কার যুক্তি উপস্থাপন করেনি' এবং বারবার 'আলোচনার টেবিল ছেড়ে উঠে গেছে'।

ভিনিসিয়ুসের প্রেমিকা কে এই ভার্জিনিয়া ফনসেকা

স্পোর্টস ডেস্ক

নানা নাটকীয় ঘটনার পর এবার প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর ঘোষণা দিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও ভার্জিনিয়া ফনসেকা। রিয়াল মাদ্রিদ উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস গত মঙ্গলবার ভার্জিনিয়ার সঙ্গে কয়েকটি ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন। ছবিগুলোতে দেখা যায়, গোলাপের পাপড়ি দিয়ে একটি বিছানা সাজানো

হয়েছে। যেখানে ভিনিসিয়ুসের নামের আদ্যক্ষর 'ভি' আকৃতির পাশাপাশি হৃদয়ের প্রতীকও বানানো হয়। সেই সাজানো বিছানার পাশে অন্তরঙ্গ অবস্থায় সেলফি তুলছেন ভিনি ও ভার্জিনিয়া। আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্কের ঘোষণা দেওয়ার আগে দুজন শেষ কয়েক দিন কাটিয়েছেন মোনাকোতে।

গত মাসের শুরুতে ভিনিসিয়ুস ও ভার্জিনিয়া একসঙ্গে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন মাদ্রিদে। ভার্জিনিয়াকে গত মাসে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে রিয়ালের ম্যাচেও গ্যালারিতে দেখা গেছে। তবে তারপর তাঁদের সম্পর্ক কিছুদিনের জন্য ভেঙে গিয়েছিল। কারণ, তখন ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে ডে মাগালায়েস নামের অন্য এক নারীর ফোনে মেসেজ আদানপ্রদান ফাঁস হয়ে যায়। মাগালায়েসের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ফাঁসের কিছুক্ষণ পর ভিনিসিয়ুস বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি পোস্ট দেন। ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভিনি লেখেন, 'আমি এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি, যা আমাকে নিজেকে দেখতে বাধ্য করেছে এবং বুঝতে সাহায্য করেছে যে আমি যেমন ব্যক্তিত্বের মানুষ হতে চাই, নিজের কিছু আচরণে তার প্রতিফলন নেই। ভার্জিনিয়া অসাধারণ নারী, একজন দারুণ মা এবং যার প্রতি আমার গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা রয়েছে।

ভিনির এই পোস্টের পর ভার্জিনিয়া ব্রাজিলিয়ান তারকাকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং মাদ্রিদে যান। এখন তিনি ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে মাদ্রিদেই আছেন। পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কের আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও দিয়েছেন তাঁরা।

ভিনিসিয়ুস ও ভার্জিনিয়ার প্রেমের খবর সামনে আসার পর তাঁদের নিয়ে চলছে নানা জল্পনাকল্পনা। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম 'এবিসি'তে ভিনিসিয়ুস ও ভার্জিনিয়ার পুনর্মিলন নিয়ে শিরোনাম, 'বিতর্কিত অবিশ্বস্ততার পর পুনর্মিলন।'

সংবাদমাধ্যমটি ভিনিসিয়ুসের প্রকাশ্য ক্ষমাপ্রার্থনার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেছে। প্রতিবেদনে ভার্জিনিয়াকে তুলে ধরা হয়েছে সেই নারী হিসেবে, যাঁর কাছে স্পেনের সবচেয়ে আলোচিত ফুটবল তারকাদের একজন ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

এবিসির বিশ্লেষণে ভার্জিনিয়া ফনসেকাকে দেখানো হয়েছে সম্পর্কের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে। তাদের মতে, এই সম্পর্ক টিকবে কি না, সে সিদ্ধান্ত মূলত ভার্জিনিয়ার হাতেই। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি ভিনিসিয়ুসকে ক্ষমা করেছেন, তবে সেই ক্ষমা ও সিদ্ধান্ত ভিনিসিয়ুসের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির ওপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। দৃষ্টিভঙ্গিতে পার্থক্য থাকলেও প্রায় সব কটি সংবাদমাধ্যম এ সম্পর্কের লাগাম ভার্জিনিয়ার হাতে বলেই মন্তব্য করেছে।

২৬ বছর বয়সী ভার্জিনিয়া একজন ব্রাজিলিয়ান-আমেরিকান ইনফ্লুয়েন্সার। তিনি ব্রাজিলে খুবই জনপ্রিয়। তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে ৫৩ মিলিয়ন ও টিকটকে ৪০ মিলিয়ন অনুসারী রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটে জন্ম হলেও ব্রাজিলে বড় হয়েছেন ভার্জিনিয়া। তিনি ১৭ বছর বয়সে ইউটিউবে তারকা হিসেবে পরিচিতি পেতে শুরু করেন। কয়েক বছর পরে তিনি নিজের টিভি শো নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম টিভি চ্যানেল এসবিটিতে হাজির হন।

ভিনিসিয়ুসের আগে ভার্জিনিয়া গায়ক জে ফেলিপের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁরা বিয়েও করেছিলেন। তাঁদের তিনটি সন্তান রয়েছে—মারিয়া অ্যালিস, মারিয়া ফ্লোর ও জোসে লিওনার্দো। এ বছরের শুরুতে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বিচ্ছেদ ঘটে দুজনের। এরপরই ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে থাকে ভার্জিনিয়ার, যার পরিণতিতে সম্পর্কে জড়িয়েছেন দুজন।

জেমাইমার পারফরম্যান্সে মুগ্ধ মারুফা ভাষাহীন

স্পোর্টস ডেস্ক

নারী বিশ্বকাপে রাতে নাবি মুম্বাইয়ে অবিশ্বাস্য এক ইনিংস খেলে ভারতকে ফাইনালে তুলেছেন জেমাইমা রদ্রিগেজ। ২৫ বছর বয়সী এই ব্যাটার সেমিফাইনালে ১২৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন। তাঁর ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ৩৩৯ রানের লক্ষ্য ভারত টপকে যায় ৯ বল হাতে রেখে।দুর্দান্ত এই ইনিংস খেলার পর প্রশংসায় ভাসছেন জেমাইমা। তাঁর প্রশংসা করে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়েছেন বাংলাদেশের পেসার মারুফা আক্তার।

মারুফার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে করা পোস্টে লেখা হয়, 'জেমাইমা দিদি, আপনি আমাদের অসাধারণ খেলা উপহার দিয়েছেন। সত্যি বলতে, আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমি সব সময় আপনার জন্য প্রার্থনা করব। আপনি যেন আপনার দলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান এবং আরও বড় সাফল্য অর্জন করেনড়এই কামনা করি। ফাইনাল ম্যাচের জন্য রইল আমার শুভেচ্ছা ও প্রার্থনা।

মারুফার পোস্টটি চোখে পড়েছে জেমাইমার। এই পোস্টের মন্তব্যে জেমাইমা লিখেছেন, 'মারুফা, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি নিজেই একটি অনুপ্রেরণা। তুমি যা করেছে, সেটি বাংলাদেশের ও সারা দুনিয়ার মেয়েদের জন্য প্রেরণাদায়ক।'

জেমাইমার ইনিংসের সৌজন্য ভারত নারী ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান তাড়ার রেকর্ড গড়েছে। অথচ এই ভারত মেয়েদের বিশ্বকাপে এর আগে ২০০ রানও তাড়া করে জেতেনি। সব মিলিয়ে মেয়েদের ওয়ানডেতে এর আগে সর্বোচ্চ ২৬৪ রান তাড়া করে জিতেছে ভারত। সে কারণেই জেমাইমাকে নিয়ে মেতেছেন সবাই।

'চেজ মাস্টার'খ্যাত ভারতীয় তারকা বিরাট কোহলি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আমাদের দলের কী দারুণ জয়! মেয়েদের অসাধারণ রান তাড়া, আর বড় ম্যাচে জেমাইমার দুর্দান্ত পারফরম্যান্স সত্যিই প্রশংসনীয়।

বিশ্বকাপের আগে সৌদি লিগে খেলতে চেয়েছিলেন মেসি, সৌদি সরকারের 'না'

স্পোর্টস ডেস্ক

'ক্লাব ফুটবল খেলতে সৌদি আরবে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি'ড়২০২৩ সালে এমন খবর ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে সেই খবরকে ভুল বানিয়ে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক পিএসজি ছেড়ে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। ইতিহাসের অন্যতম সেরা ফুটবলার সেই থেকে আছেন মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটিতেই।

প্রায় আড়াই বছর পর আবার সৌদি আরবকে জড়িয়ে শিরোনাম হলেন মেসি। এবার অবশ্য উল্টো কারণে। সৌদি আরবের শীর্ষ ফুটবল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এবার তাঁরাই মেসির সৌদি আরবের ক্লাবে খেলার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন! দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ই 'না' বলে দিয়েছে।

সর্বশেষ ক্লাব বিশ্বকাপ চলার সময় মেসির দল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল, মেজর লিগ সকার প্রায় চার মাস বন্ধ থাকবে, সেই সময়টা সৌদি লিগে খেলে ফিটনেস ধরে রাখতে চান মেসি। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এমন পরিকল্পনা

বার্তা সংস্থা এএফপিকে ওই কর্মকর্তা বলেছেন, ২০২৬ আবদুল্লাহ হাম্মাদ 'থমানিয়া' নামের এক পডকাস্টে বলেন, 'সর্বশেষ ক্লাব বিশ্বকাপ চলার সময় মেসির দল আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারা প্রস্তাব দিয়েছিল, মেজর লিগ সকার প্রায় চার মাস বন্ধ থাকবে, সেই সময়টা সৌদি লিগে খেলে ফিটনেস ধরে রাখতে চান মেসি। বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এমন পরিকল্পনা।'

মেসির কথা বলতে গিয়ে ডেভিড বেকহামের উদাহরণ টানেন হাম্মাদ, 'এমন কিছু আগেও হয়েছে। ডেভিড বেকহাম লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির হয়ে খেলতেন, ২০১০ বিশ্বকাপের আগে তিনিও স্বল্প মেয়াদে এসি মিলানে গিয়েছিলেন।'

হাম্মাদ জানিয়েছেন, মেসির প্রস্তাব তিনি সৌদি ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু মন্ত্রী তা ফিরিয়ে দেন, 'মন্ত্রী খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, সৌদি লিগ অন্য কোনো টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে না।'

পডকাস্টে এরপর হাম্মাদকে জিজ্ঞেস করা হয়, সৌদি আরব কি মেসির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে? তিনি জবাব দেন, 'ঠিক তাই। আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী মেসি ২০২৩ সালে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন। তার আগে বার্সেলোনায় লম্বা অধ্যায় শেষ করে পিএসজিতে

বিশ্বকাপের আগে মেজর লিগ সকারের চার মাসের বিরতিতে ফিট থাকতে সৌদি আরবে খেলতে চেয়েছিলেন মেসি। মেসির এজেন্ট এ বিষয়ে যোগাযোগ করেছিল সৌদি প্রো লিগ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এমএলএসের নিয়মিত মৌসুম অক্টোবরে শেষ হয়ে পরের বছরের ফেব্রুয়ারিতে আবার শুরু হয়। মূলত এ সময়েই সৌদি আরবে খেলতে চেয়েছেন মেসি। মাহদ স্পোর্টস একাডেমির প্রধান নির্বাহী কাটিয়েছেন দুই মৌসুম। তখনই শোনা যাচ্ছিল, সৌদি আরবও তাঁকে দলে টানতে আগ্রহী। ২০২২ সালের বিশ্বকাপের পর পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর থেকেই সৌদি লিগে ভিড় জমিয়েছে ফুটবল তারকারা। ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার যোগ দিয়েছিলেন প্রো লিগে। ফরাসি তারকা করিম বেনজেমা এখনো খেলছেন সেখানে।

বাবার স্বপ্নপূরণে আরেক ধাপ এগোলেন রোনালদো জুনিয়র

স্পোর্টস ডেস্ক

অবসরের আগে ছেলের সঙ্গে খেলার স্বপ্ন দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সেই স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা আরেকটু বাড়ল গতকাল রাতে। পর্তুগাল অনূর্ধ্ব১৬ দলের হয়ে অভিষেক হলো রোনালদোর ছেলে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো জুনিয়রের। এর আগে পর্তুগাল অনূর্ধ্ব১৫ দলে খেলেছেন জুনিয়র।

তুরস্কের বিপক্ষে ফেডারেশনস কাপে পর্তুগালের ২-০ গোলে জয়ের ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন রোনালদো জুনিয়র।

যোগ করা সময়ে অল্প কিছু সময়ের জন্য মাঠে নামার সুযোগ পান ১৫ বছর বয়সী এই কিশোর উইঙ্গার। তুরস্কের আনাতোলিয়ায় এ ম্যাচে পর্তুগালের জয়ে গোল করেন স্পোর্টিং লিসবনের স্যামুয়েল তাভারেস ও এসসি ব্রাগার রাফায়েল কাবরাল। রোনালদো জুনিয়র বর্তমানে আল নাসরের একাডেমিতে খেলছেন। তাঁর বাবা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো এই ক্লাবেরই তারকা। তুরস্কে শুরু হওয়া ফেডারেশনস কাপ টুর্নামেন্টে তিনটি ম্যাচ খেলবে পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৬ দল। আগামীকাল শনিবার ওয়েলসের মুখোমুখি হবে তারা। এরপর সোমবার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে টুর্নামেন্টটি।

এর আগে চলতি বছর পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়ে খেলার জন্য ডাক পান রোনালদো জুনিয়র। বয়সভিত্তিক দলটির হয়ে চার ম্যাচ খেলে গোলও পান।

জুনিয়র এখন দ্রুত সামনে এগিয়ে বাবার সঙ্গে জাতীয় দলে খেলতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা। ৪০ বছর বয়সী রোনালদো সিনিয়র সম্প্রতি তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৫০তম গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন।

পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী সর্বকালের অন্যতম সেরা এই ফুটবলার এখন ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার অপেক্ষায়।

পাশপাশি ছেলের সঙ্গেও খেলার স্বপ্ন দেখেন তিনি। এর আগে চলতি বছরের শুরুতে রোনালদো বলেছিলেন, 'আমি আমার ১৪ বছর বয়সী ছেলের সঙ্গে খেলতে চাই। দেখা যাক কী হয়। এটা আমার চেয়ে তার ওপর বেশি নির্ভর করছে।'

উয়েফার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করবে রিয়াল মাদ্রিদ

স্পোর্টস ডেস্ক

ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবি করে মামলা করতে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। দাবিকৃত ক্ষতিপূরণের অঙ্ক হতে পারে ৪৫০ কোটি ইউরো, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬৩ হাজার কোটি টাকার বেশি। ইউরোপিয়ান সুপার লিগ নিয়ে স্পেনের একটি আদালতের সর্বশেষ রায়ের পর এমন অবস্থান নিয়েছে রিয়াল।

সুপার লিগের পরিকল্পনা আটকে দিয়ে উয়েফা ইউরোপীয় প্রতিযোগিতা আইন ভঙ্গ করেছে বলে এর আগে যে রায় দেওয়া হয়েছিল, সেই রায়ের বিরুদ্ধে করা উয়েফার আপিল বুধবার মাদ্রিদের প্রাদেশিক আদালত খারিজ করে দেন। একই আদালত স্প্যানিশ লিগ লা লিগা এবং স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের আপিলও খারিজ করেন।

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আদালত সিজেইউ রায় দিয়েছিল, ২০২১ সালে উয়েফা ও ফিফা যে নিয়মগুলো প্রস্তাবিত সুপার লিগ ঠেকাতে ব্যবহার করেছিল, তা ইউরোপীয় আইনের পরিপন্থী। সেই রায় আপিলের পরও বহাল থাকায় রিয়াল মাদ্রিদ এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা এই রায়ে 'আনন্দিত', কারণ এটি 'ক্লাবের উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ক্ষতিপূরণ দাবি করার পথ খুলে দিয়েছে।

আপিল খারিজের পর বিবৃতি দিয়েছে উয়েফাও। ইউরোপীয় ফুটবল সংস্থাটি বলেছে, সর্বশেষ এই রায় '২০২১ সালে ঘোষিত এবং ইতিমধ্যে পরিত্যক্ত 'সুপার লিগ' প্রকল্পকে বৈধতা দেয় না। একই সঙ্গে এটি উয়েফার ২০২২ সালে গৃহীত ও ২০২৪ সালে হালনাগাদ করা বর্তমান অনুমোদন-নিয়মকেও খর্ব করে না, যেগুলো এখনো কার্যকর রয়েছে।

আদালতের রায় বিস্তারিত পর্যালোচনার পর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে জানিয়েছে উয়েফা। আর লা লিগা জানিয়েছে, তারা আদালতের নতুন রায়কে সম্মান জানালেও এর গুরুত্বকে খাটো করে দেখছে। লিগ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, 'এই সিদ্ধান্ত কোনো নির্দিষ্ট প্রতিযোগিতা কাঠামো অনুমোদন বা সমর্থন করে না, আর ২০২১ সালে ঘোষিত প্রাথমিক প্রকল্প সম্পর্কেও কিছু বলে না, যা পরবর্তীতে আয়োজকেরা পরিবর্তন করেছে।

২০২১ সালের এপ্রিলে স্পেন, ইতালি ও ইংল্যান্ডের ১২টি ক্লাবের অংশগ্রহণে চালু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সুপার লিগ প্রকল্প ভেস্তে যায়। প্রথমে ইংলিশ ক্লাবগুলো, পরে ধীরে ধীরে ইতালি ও স্পেনের ক্লাবগুলো সুপার লিগ থেকে সরে আসে। তবে রিয়াল মাদ্রিদ এবং আয়োজক কর্তৃপক্ষ এ২২ স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট এ নিয়ে উয়েফার সঙ্গে আলোচনা ও আইনি লড়াই চালিয়ে যায়।

মাদ্রিদভিত্তিক দৈনিক এএস জানিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদ ও সুপার লিগের আয়োজক সংস্থা এ২২-এর আইনজীবীরা ইতিমধ্যেই উয়েফার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবি প্রস্তুত করছেন। এই পত্রিকার সূত্রমতে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে প্রায় ৪,৫০০ মিলিয়ন ইউরো, যা আর্থিক ক্ষতি, সম্ভাব্য লাভ হারানো এবং ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব হিসেবে যোগ করা হচ্ছে।

মোহামেডানকে ফিফার নিষেধাজ্ঞা

স্পোর্টস ডেস্ক

বাংলাদেশের ক্লাব ফুটবলে হচ্ছেটা কী! একের পর এক ক্লাবের ওপর ফিফার নিষেধাজ্ঞা আসছে। এ বছর ফকিরেরপুল ইয়ংমেনস, বসুন্ধরা কিংসের পর ঐতিহ্যবাহী ঢাকা মোহামেডানও ফিফার নিষেধাজ্ঞায় পড়ল। বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা গত বুধবার মোহামেডানের খেলোয়াড় নিবন্ধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

২০২২-২৩ ফুটবল মৌসুমে মোহামেডানে খেলে যাওয়া ইরানি ফুটবলার মিসাম শাহ জাদেহের অভিযোগের ভিত্তিতেই ফিফা এই নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী অর্থ না পাওয়ায় মিসাম ফিফায় অভিযোগ করেন। ফিফা তাঁর অভিযোগ আমলে নিয়ে মোহামেডানের খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

মিসামের বকেয়া পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মোহামেডানের ফুটবলার নিবন্ধনের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব লিমিটেডকে দেওয়া ফিফার চিঠিতে বলা হয়েছে, মোহামেডান এখনো মিসাম শাহ মাকবন্দ জাদেহের আর্থিক বকেয়া পরিশোধ করেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফিফা মোহামেডানের ওপর আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই নিষেধাজ্ঞা তত দিন বহাল থাকবে, যত দিন না তারা বকেয়া পরিশোধ করছে।

বিশ্বকাপের আগে সৌদি লিগে খেলতে চেয়েছিলেন মেসি, সৌদি সরকারের 'না'

এ প্রসঙ্গে মোহামেডানের কোচ আলফাজ আহমেদ বলেন, '২০২২-২৩ লিগের প্রথম পর্ব শেষে ইরানের খেলোয়াড়ের পাওনা শোধ করে বিদায় করা হয়। কিন্তু সে সম্ভবত ৫ মাসের বেতন পাবে বলে অভিযোগ তোলে ফিফার কাছে। যদ্দুর মনে হচ্ছে, মাসে ৮ হাজার ডলার করে ৫ মাসের টাকা চেয়েছে সে।' জরিমানাসহ ইরানি ফুটবলারের বকেয়া বেতনের পরিমাণ ৬০ হাজার মার্কিন ডলার বলে মোহামেডান ক্লাবের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।

চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে বিদায় করে ফাইনালে ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক

প্রথম পর্বে ভারতকে হারাতে মেয়েদের ওয়ানডেতে রান তাড়া করে জয়ের রেকর্ড গড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের করা ৩৩০ রান তারা ৬ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে গিয়েছিল। সেই রেকর্ড কাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষেই ভেঙে দিয়েছে ভারত। অস্ট্রেলিয়ার করা ৩৩৮ রান ৯ বল ও ৫ উইকেটে হাতে রেখে এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে হারমানপ্রীত কৌরের দল। ফাইনালে তাঁদের প্রতিপক্ষ গতকাল ইংল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শিরোপা নির্ধারণে লড়াইয়ে জায়গা করে নেওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা।

নাবি মুম্বাইয়ে কাল টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ওপেনার ফিবি লিচফিল্ডের ৯৩ বলে ১৭ চার ও ৩ ছয়ে করা ১১৯ রানের ইনিংসে ভর করে ৩৩৮ রান তোলে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। ফিফটি করেছেন অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরি (৮৮ বলে ৭৭) ও অ্যাশলেই গার্ডনার (৪৫ বলে ৬৩)। ভারতের পক্ষে দুটি করে উইকেট নেন শ্রী চরণি ও দিপ্তি শর্মা। একটি করে উইকেট নিয়েছেন ক্রান্তি কৌর, আমনজোত কৌর ও রাধা যাদব।

জিততে হলে রেকর্ড গড়তে হবেড়এমন লক্ষ্যে খেলতে নেমে ১৩ রানেই ওপেনার শেফালি বর্মাকে হারায় ভারত। ২৯ রানে ফিরে যান দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানাও। তবে ভারতকে লড়াইয়ে রাখেন জেমিমা রদ্রিগেজ ও হারমানপ্রীত। দুজনে মিলে তৃতীয় উইকেট জুটিতে তোলেন ১৬৭ রান। ১০ চার ও ২ ছয়ে ৮৮ বলে হারমানপ্রীত ৮৯ রান করে আউট হয়ে গেলেও দলকে জিতিয়েই মাঠ ছাড়েন জেমিমা।

শেষের দিকে দিপ্তি (২৪), রিচা ঘোষ (২৬) ও আমানজোতকে (১৫*) নিয়ে দলকে ৫ উইকেটে জিতিয়ে জেমিমা মাঠ ছাড়েন। ভারত ৪৮.৩ ওভারে ৫ উইকেটে তোলে ৩৪১ রান। জেমিমা শেষ পর্যন্ত ১৩৪ বলে ১৪ চারে ১২৭ রান করে অপরাজিত ছিলেন। এবারের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল আগামী রোববার, নাবি মুম্বাইয়েই।

খেলার নামে মানব পাচার ঠেকাতে তৎপর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ

স্পোর্টস ডেস্ক

বিদেশে খেলোয়াড় পাঠানোর নামে মানব পাচারের ঝুঁকি রোধ এবং যোগ্য খেলোয়াড়দের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া নিশ্চিত করতে নতুন নিয়ম চালু করেছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি)। ৯ অক্টোবর এনএসসি এক চিঠিতে ফেডারেশনগুলোকে জানিয়েছে, এখন থেকে বিদেশে ক্রীড়া দল পাঠানোর আগে ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে ফ্লাইটের কমপক্ষে ১০ দিন আগে জিওর (সরকারি আদেশ) জন্য প্রস্তাব পাঠাতে হবে। একই সঙ্গে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের ফিটনেস ও পারফরম্যান্সসংশ্লিষ্ট প্রমাণপত্রও এনএসসিকে দিতে হবে।

অভিযোগ আছে, কিছু ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশন অনেক বছর ধরেই দলের সঙ্গে ভুয়া খেলোয়াড়-কর্মকর্তা পাঠিয়ে আদম পাচার করে আসছে। দুই একটা ঘটনা সামনে এলেও এসবের বেশির ভাগই থেকে যায় আড়ালে। ছোট খেলাগুলো থেকেই এ ধরনের অভিযোগ বেশি আসে। এনএসসির একটি সূত্র জানিয়েছে, মূলত এ ধরনের অপকর্ম ঠেকাতেই বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে ফ্লাইটের অন্তত ১০ দিন আগে জিওর প্রস্তাব পাঠানোর নিয়ম করা হয়েছে। এনএসসির

পরিচালক (ক্রীড়া) আমিনুল এহসান সরাসরি তা না বললেও তাঁর কথায়ও সে আভাস আছে, 'আমি বলব না শুধু আদম পাচার রোধ করতে এই নিয়ম করেছি। তবে কোথাও কোথাও এসব খেলার নামে মানব পাচারের প্রশ্ন চলে আসে।'

অনেক সময় শুনি, কোনো কোনো ফেডারেশন ভুয়া খেলোয়াড় নিয়ে যায়। এনএসসির উদ্যোগটাকে তাই ভালোই বলব। এটা জবাবদিহির মধ্যে পড়ে। এনএসসির কাছে ফেডারেশন বা অ্যাসোসিয়েশন এত দিন জিওর জন্য খেলোয়াড়দের নামই শুধু পাঠাত। যাঁর নাম দেওয়া হতো, তিনি আসলেই খেলোয়াড় কি না বা খেলোয়াড় হলে তাঁর যোগ্যতা কী বা যোগ্য কাউকে বাদ দিয়ে অযোগ্য কাউকে নেওয়া হচ্ছে কি না, এসব যাচাইবাছাই করা হতো না। এনএসসি তাই জানত না কিসের ভিত্তিতে একজন খেলোয়াড়কে দলে নির্বাচিত করা হয়েছে। নতুন নিয়মে এনএসসিকে এসব দিতে হবে।

জিওর জন্য আবেদনকারীদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করতে সময় লাগে বলে ১০ দিন আগে তালিকা চাওয়ার যুক্তি আছে। কিন্তু পারফরম্যান্স আর ফিটনেসের তথ্যপ্রমাণও পাঠানোর নিয়মটা একটু অভিনবই, যা নিয়ে অবশ্যই নানা রকম প্রশ্ন তোলা যায়। তবে জিওর জন্য ফ্লাইটের ১০ দিন আগে নাম চাওয়ার নিয়মটাকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাথলেটস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক অ্যাথলেট ফারহাদ জেসমিন লিটি বলেছেন, 'অনেক সময় শুনি, কোনো কোনো ফেডারেশন ভুয়া খেলোয়াড় নিয়ে যায়। এনএসসির উদ্যোগটাকে তাই ভালোই বলব। এটা জবাবদিহির মধ্যে পড়ে।

আদম পাচার যেহেতু সব ফেডারেশন করে না, ক্রিকেট-ফুটবলসহ অনেক ফেডারেশনের জন্য নির্বাচিত খেলোয়াড়দের তথ্য এনএসসিকে দেওয়াটা বিব্রতকর হতে পারে। কারণ, এই ফেডারেশনগুলো একটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দল গড়ে। তাদের সব তথ্য চাওয়া ফেডারেশনের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ কি না, এমন প্রশ্ন আসেই।

ক্রীড়াঙ্গনে স্বজনপ্রীতি ঠেকাতেও এ নিয়ম ভূমিকা রাখবে বলে ফারহাদ জেসমিনের আশা, 'অনেক ফেডারেশন অনেক সময় যোগ্যতার বিচার না করে নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড় নিয়ে যায়। দেখে মনে হয়, বিদেশভ্রমণই মুখ্য, পারফরম্যান্স মুখ্য নয়।' বাংলাদেশ কারাতে ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, 'এটা ভালো উদ্যোগ। কারণ, এনএসসির জানার অধিকার আছে, বিদেশে টুর্নামেন্টে আমরা কাদের নিয়ে যাচ্ছি।' সম্প্রতি হকি তারকা রাসেল মাহমুদকে বয়সের অজুহাতে বাদ দেয় হকি ফেডারেশন। এ নিয়ে সমালোচনা হলে এনএসসিকে বিষয়টি তদন্তও করতে হয়।

এনএসসির নতুন নিয়ম অনুযায়ী ক্রিকেট-ফুটবলসহ সব খেলাতেই বিদেশে দল পাঠানোর জন্য নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। কিন্তু আদম পাচার যেহেতু সব ফেডারেশন করে না, ক্রিকেট-ফুটবলসহ অনেক ফেডারেশনের জন্য নির্বাচিত খেলোয়াড়দের তথ্য এনএসসিকে দেওয়াটা বিব্রতকর হতে পারে। কারণ, এই ফেডারেশনগুলো একটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দল গড়ে। তাদের সব তথ্য চাওয়া ফেডারেশনের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ কি না, এমন প্রশ্ন আসেই।

এনএসসির পরিচালক আমিনুল এহসান অবশ্য তা মনে করেন না, 'প্রায় প্রতিদিনই এনএসসির কাছে অনেক খেলোয়াড় অভিযোগ করেন, কোনো না কোনো কর্মকর্তার অপছন্দের কারণে নাকি তিনি দল থেকে বাদ পড়েছেন। এ কারণেই খেলোয়াড় নির্বাচনের তথ্যগুলো এনএসসির জানা থাকলে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়কে একটা উত্তর দেওয়া যায়। এটা ফেডারেশনের কাজে হস্তক্ষেপ নয়। স্বচ্ছতার স্বার্থে এনএসসি তা জানতে চাইতে পারে।

কমিউনিটির কল্যাণে

শেষ পাতার পর

আর ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাবের চেয়ারম্যান সিরাজুল হক সিআইপি। বুধবার (২২ অক্টোবর) রাজধানী মাস্কাটের ক্লাব কনফারেন্স হলে ক্লাবের আঞ্চলিক উইংগুলোর আয়োজনে আনন্দঘন অনুষ্ঠানে তাকে সম্মাননা জানানো হয়।

বৃহত্তর নোয়াখালী উইংয়ের সাধারণ সম্পাদক আবু ইউসুফ সিআইপির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও গালফ এক্সচেঞ্জের সিইও ইফতেখার উল হাসান চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের কার্যকরী কমিটি এবং বৃহত্তর নোয়াখালী, বৃহত্তর কুমিল্লা, বৃহত্তর চট্টগ্রাম, বৃহত্তর ঢাকা, উত্তরবঙ্গ, নারী ও প্রকৌশলী এবং প্রস্তাবিত সিলেট উইংসের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা। বক্তারা বলেন, সিরাজুল হক সিআইপি দীর্ঘদিন প্রবাসে বাংলাদেশিদের ঐক্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাজে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। তার নেতৃত্বে সোশ্যাল ক্লাব ওমান আজ নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এবং বাংলাদেশিদের শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিরাজুল হক সিআইপি বলেন, এই ভালোবাসা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আমার চেষ্টা থাকবে এই ঐক্য-ভালোবাসাকে আরও শক্তিশালী করতে। তিনি বাংলাদেশ কমিউনিটির কল্যাণ ও সুনাম বাড়াতে, দলমতের উর্ধ্বে উঠে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। পরে ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সালাম আল কাদেরীর পরিচালনায় দেশ, জাতি ও প্রবাসীদের শান্তি কামনায় দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

লিসবনে যাত্রা শুরু করল বাংলা

শেষ পাতার পর

শুরু করল 'নোটিসিয়াস বাংলা'। গত ২৩ অক্টোবর লিসবনের আলমাদা এলাকার গোল্ডেন লিফ লাউঞ্জ অ্যান্ড স্পোর্টস বারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে পস্থিত ছিলেন লিসবনে বসবাসরত বিভিন্ন পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ ও গণমাধ্যমকর্মীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেনড় রানা তাসলিম উদ্দিন স্থানীয় রাজনীতিবিদ ও সভাপতি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, বাংলাদেশের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা শারমিন লাকি, ফোজিয়া তালুকদার কবি ও সাহিত্যিক এবং প্রধান উপদেষ্টা লিসবন সাহিত্য পরিষদ, রনি হোসাইন সভাপতি কাজা দো বাংলাদেশ, মাসুম আহমেদ সেক্রেটারি গ্লোবাল জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন পর্তুগাল, চিত্র শিল্পী জামিল শামিম, এম কে নাছির যুগ্ম আহ্বায়ক, বিএনপি, শফির চৌধুরী সিনিয়র সদস্য বিএনপি, মঈনুল হোসেন (সভাপতি ভেজা বিএনপি), তরুণ ব্যবসায়ী ইকবাল হোসেন কাঞ্চন, পর্তুগাল বাংলা প্রেসক্লাবের প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক হাফিজ আল আসাদ। এ সময় কেক কেটে চ্যানেলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। অতিথিরা বলেন, পর্তুগালসহ ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা সংবাদমাধ্যমের অভাব ছিল, যা 'নোটিসিয়াস বাংলা'র মাধ্যমে পূরণ হলো।

চ্যানেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. রাসেল আহমেদ জানান, গত জুন মাস থেকে পরীক্ষামূলকভাবে আমরা কনটেন্ট প্রচার শুরু করি। তিন মাসের মধ্যেই ফেসবুকে ১০ হাজারের বেশি অনুসারী এবং ৪ মিলিয়নেরও বেশি দর্শক চ্যানেলটির কনটেন্ট দেখেছেন। তিনি বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের সুখ দুঃখ, সাফল্যব্যর্থতা, অর্জন ও সম্ভাবনার গল্প পৃথিবীর সামনে তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা এমন কনটেন্ট তৈরি করতে চাই, যা ইতিবাচক পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা জোগায়। ওয়েবসাইটের পাশাপাশি নোটিসিয়াস বাংলা বর্তমানে ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিয়মিত কনটেন্ট প্রকাশ করছে। সংবাদ, তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ প্রতিবেদন ছাড়াও প্রামাণ্যচিত্র ও ফিচার সম্প্রচার করছে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটি। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে তোলে লিসবনের জনপ্রিয় বাংলা ব্যান্ড ইকোস অব ইডেন।

মালয়েশিয়া প্রবাসীকে

শেষ পাতার পর

করেছেন তিনি। রোববার (২৬ অক্টোবর) কুয়ালালামপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে এ অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা জানান সাইফুল ইসলাম।

তিনি অভিযোগ করেন, 'ডিটেকটিভ আর্টিকেল' নামে একটি ফেসবুক পেজ থেকে তার মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ভবনকে কেন্দ্র করে একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন ভিডিও প্রচার করা হয়েছে। এতে তার ও পরিবারের মানহানি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। হাইকমিশনে দাখিল করা আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, মালয়েশিয়ায় ১৮ বছর ধরে বৈধভাবে থেকে নিয়মিত রেমিট্যান্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছেন। ২০২৪২৫ অর্থবছরে নেত্রকোণা জেলায় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণের জন্য তিনি জেলা প্রশাসনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। তার দাবি, কলমাকান্দা বাজার এলাকায় অবস্থিত তার ভবনকে কেন্দ্র করে পূর্বপরিকল্পিতভাবে এ অপপ্রচার চালানো হয়েছে। এ ঘটনায় তার দুই ভাড়াটিয়া জড়িত থাকতে পারেন বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি। তাদের ইতোমধ্যে আইনি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে এবং মামলা চলমান রয়েছে বলে জানান তিনি।

দেশে অবস্থান করতে না পারায় নিজে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন জানিয়ে সাইফুল ইসলাম দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য হাইকমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

পর্তুগালে বসবাসরত অভিবাসীদের

শেষ পাতার পর

এই নতুন আইনটির নাম 'জাতীয়তা আইন সংশোধনী-২০২৫', যা ১৯ জুন ২০২৫ থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। পর্তুগাল সরকার জানিয়েছে, দেশের নাগরিকত্ব ব্যবস্থা আরও দায়িত্বশীল ও একীভূত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এই সংশোধন আনা হয়েছে। আগে পর্তুগালে বৈধভাবে পাঁচ বছর বসবাস করলেই নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যেত। নতুন আইনে এই সময়সীমা বাড়িয়ে ১০ বছর করা হয়েছে। তবে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে সিপিএলপি (পর্তুগিজ ভাষাভাষী দেশগুলোর সম্প্রদায়) যেমন, ব্রাজিল, অ্যাঙ্গোলা, মোজামবিক- এসব দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রে সময়সীমা কিছুটা কম রেখে ৭ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়া রেসিডেন্সির সময় গণনা শুরু হবে প্রথম রেসিডেন্স পারমিট ইস্যু হওয়ার তারিখ থেকে, আবেদন জমা দেওয়ার তারিখ থেকে নয়। ফলে যারা পারমিট পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করছেন, তাদের সেই সময় আর গণনায় ধরা হবে না। নতুন আইনে নাগরিকত্বের আবেদনকারীদের জন্য পর্তুগিজ ভাষা ছাড়াও সংবিধান, ইতিহাস ও নাগরিক দায়িত্ববোধ বিষয়ে জ্ঞান যাচাই পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা আনা হয়েছে।

এছাড়া আবেদনকারীদের একটি সংবিধানিক অঙ্গীকারপত্র দিতে হবে, যেখানে তারা পর্তুগালের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন। আগের আইনে তিন বছরের বেশি কারাদণ্ড না হলে নাগরিকত্ব পাওয়া যেত। নতুন আইনে বলা হয়েছে, যে কোনো ধরনের কার্যকর কারাদণ্ড থাকলে নাগরিকত্ব আবেদন বাতিল হতে পারে।

এমনকি নাগরিকত্ব পাওয়ার পর কেউ যদি গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তার নাগরিকত্বও বাতিল করা যাবে।

নতুন আইনে বলা হয়েছে পর্তুগালে জন্ম নেওয়া শিশুদের জন্যও নিয়ম কঠোর। আগে পর্তুগালে জন্ম নেওয়া অভিবাসী বাবা-মায়ের সন্তান স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পেত।

নতুন আইনে বলা হয়েছে, এখন থেকে বাবা-মায়ের অন্তত ৩ বছর বৈধ রেসিডেন্স থাকতে হবে, তারপরই শিশুর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করা যাবে। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, নতুন আইনটি পূর্ববর্তী আবেদনকারীদের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

লিবিয়া থেকে ফিরল ৩০৯ বাংলাদেশি

শেষ পাতার পর

সরকার এবং আইওএম ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সরকার অবৈধ উপায়ে বিদেশযাত্রা নিরুৎসাহিত করতে এবং বিদেশে বিপদে পড়া নাগরিকদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনে কাজ করছে।

আমিরাতে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবির শিল্পনগর মোসাফ্ফায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। সোমবার (২৭ অক্টোবর) স্থানীয় একটি হোটেলে মোসাফ্ফা যুবদলের উদ্যোগে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

মোসাফ্ফা যুবদলের সভাপতি মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, ইউএই বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সদস্য মুসা আল মাহমুদ চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, ব্যবসায়ী আব্দুল জলিল ও মো. মাসুম মিয়া, সহসভাপতি ওসমান পাটোয়ারী, যুগ্ম সম্পাদক ইলিয়াস অভি, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ শিকদার ও মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আমেনা বেগম। প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, আগামী নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষকে বিজয়ী করতে প্রবাসীদের কাজ করতে হবে।

দল ক্ষমতায় এলে প্রবাসীদের অগ্রাধিকার, বিমানবন্দরে হয়রানি বন্ধ ও ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন রুহুল আমিন, মোহাম্মদ মোরশেদ আলম, আবুল কাশেম, মো. রাশেদ, আবুল কালাম আজাদ, শাকিল মিয়া প্রমুখ। শেষে কেক কেটে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

১৩ বছর ধরে ভুয়া পরিচয়ে

শেষ পাতার পর

বুধবার (২৯ অক্টোবর) পাংকালপিনাং ক্লাস ১ ইমিগ্রেশন বিভাগের প্রধান ক্রিজ প্রাতামা এক বিবৃতিতে এই আটকের খবর নিশ্চিত করেন। বিবৃতিতে জানানো হয়, আব্দুল্লাহ যখন ইন্দোনেশিয়ান পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন তখনই কর্মকর্তাদের সন্দেহ হয়। পরবর্তীতে তদন্তকারী দল বাংলাদেশ দূতাবাসের সঙ্গে সমন্বয় করে নিশ্চিত হয় যে, আবেদনকারী আসলে বাংলাদেশি নাগরিক হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ, যিনি 'নুরুল আরফিন' নাম ধারণ করেছিলেন। জানা গেছে, অভিযুক্ত গত ১৩ বছর ধরে ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে বাংকা রিজেন্সিতে বসবাস করছিলেন। বাংকায় আসার আগে ২০০২ সাল থেকে তিনি লামপুংয়ে বসবাস করতেন এবং ধারণা করা হচ্ছে সেখানে তার পরিবারও ছিল।

এদিকে, জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত বাংলাদেশি স্বীকার করেছেন যে, তিনি তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য এই পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। বর্তমানে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ স্থানীয় তুয়া টুনু পাংকালপিনাং ক্লাস ১ জেলে আটক রয়েছেন এবং আদালতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছেন। অভিবাসন বিভাগ জানিয়েছে সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাকে ইন্দোনেশিয়া থেকে নির্বাসিত করা হবে।

চলতি বছর মালদ্বীপে

শেষ পাতার পর

(২০২৪) দেশটিতে মোট ৩৯ জন প্রবাসী বাংলাদেশি মৃত্যুবরণ করেছেন, যাদের মধ্যে ২৮ জন বৈধ কর্মী এবং ১১ জন অনিবন্ধিত (আনডকুমেন্টেড) শ্রমজীবী হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। চলতি বছরে (২০২৫) এখন পর্যন্ত (২৫ অক্টোবর) ২৬ প্রবাসী বাংলাদেশির জীবনাবসান ঘটেছে, যাদের অধিকাংশই হৃদরোগ ও মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের (স্ট্রোক) মতো প্রাণঘাতী জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করছেন।

হাইকমিশনের তত্ত্বাবধানে ও ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে মরদেহগুলো যথাযথ প্রক্রিয়ায় স্বদেশে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে রাজধানী মালের হিমাগারে আরও কয়েকজন প্রবাসীর মরদেহ সংরক্ষিত রয়েছে, যেগুলোর প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চলমান। সোমবার (২৭ অক্টোবর) মৃত্যুজনিত ঘটনাগুলোর প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করতে এবং হিমাগারের কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করতে সেখানে পরিদর্শনে যান মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম। অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের প্রত্যাশায় প্রবাস জীবনে পা রাখা অসংখ্য বাংলাদেশির এমন অকালপ্রয়াণ প্রবাস-বাস্তবতার নৃশংস রূপকে আরও প্রকট করে তুলছে। এই প্রসঙ্গে মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশের শ্রম কাউন্সিলর মো. সোহেল পারভেজ বলেন, প্রবাসী মৃত্যুর পেছনে অতিরিক্ত কর্মঘণ্টা, শারীরিক ক্লান্তি, মানসিক অবসাদ, স্বল্প আয় ও পরিবার থেকে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা বড় কারণ হিসেবে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও মানসিক প্রশান্তি নিশ্চিত করা গেলে এ ধরনের অকালমৃত্যুর হার কমানো সম্ভব।

লিবিয়ার উপকূলে নৌকাডুবি: নিহত

শেষ পাতার পর

রাজধানী ত্রিপোলি থেকে প্রায় ৭৬ কিলোমিটার পশ্চিমে উপকূলীয় শহর সাবরাথার রেড ক্রিসেন্ট জানিয়েছে, সোমবার রাতে অভিবাসীবাহী নৌকাটি উল্টে যাওয়ার খবর পাওয়ার পরই উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত চলে উদ্ধার কাজ। সংস্থাটি জানিয়েছে, মরদেহগুলো সুরমান বন্দরের কাছাকাছি উপকূল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রেড ক্রিসেন্ট প্রকাশিত কিছু ছবিতে দেখা গেছে, স্বেচ্ছাসেবীরা মরদেহগুলো উদ্ধারের পর সাদা প্লাস্টিক ব্যাগে রাখছেন এবং অ্যাম্বুলেন্সে তুলছেন। জীবিত উদ্ধার হওয়া অভিবাসীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন রেড ক্রিসেন্টের কর্মীরা। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানিয়েছে, লিবিয়ার আল জাওইয়া থেকে যাত্রা করা কাঠের নৌকাটি সমুদ্রে ভাসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উচ্চ ঢেউয়ের কারণে উল্টে যায়। এতে ১৮ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন।

বেঁচে ফিরেছেন ১৮ বাংলাদেশি

রেড ক্রিসেন্টের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, জীবিত উদ্ধার হওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশীর সংখ্যা ৯০ জন। কিন্তু আইওএম বলেছে, জীবিত উদ্ধার হওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশীর সংখ্যা ৬৪। এই ৬৪ জনের মধ্যে ১৮ জন হলেন বাংলাদেশি। সুদানের নাগরিক রয়েছেন ৩১ জন, তাদের একজন নারী ও এক শিশু। অন্যদের মধ্যে ১২ জন পাকিস্তানি ও তিন জন সোমালিয়ান বলেও জানিয়েছে আইওএম।

যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে কোনো বাংলাদেশি নাগরিক আছেন কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আইওএম জানিয়েছে, নিহতদের জাতীয়তা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংস্থাটি আরও বলেছে, 'এই নৌকাডুবি আমাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দেয়, নিরাপত্তা ও সুযোগের খোঁজে বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রায় নামা মানুষদের কতটা ভয়াবহ ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়।

এই মাসের শুরুতে লিবিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত একটি চিকিৎসাকেন্দ্র জানায়, তিউনিশিয়ার সীমান্তের কাছে লিবিয়ার জুওয়ারা ও রাস ইজদির শহরের মধ্যবর্তী উপকূলীয় এলাকা থেকে দুই সপ্তাহে অন্তত ৬১ অভিবাসনপ্রত্যাশীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ভূমধ্যসাগরীয় পথটি বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী অভিবাসন রুট হিসেবে পরিচিত? আইওএম বলেছে, চলতি বছর সংস্থাটির 'মিসিং মাইগ্রেন্টস প্রজেক্ট' অনুযায়ী এই রুটে এক হাজার ৪৬ অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫২৭ জন মারা গেছেন বা নিখোঁজ হয়েছেন লিবিয়ার উপকূলে।

উদ্ধার হওয়া অভিবাসনপ্রত্যাশীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করতে লিবিয়ার স্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করছে বলেও জানিয়েছে আইওএম।

ভূমধ্যসাগরে মৃত্যু ঠেকাতে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদারের মধ্য দিয়ে নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন পথ প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।

দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসক মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর থেকে লিবিয়ায় অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে। দেশটি এখনও ত্রিপোলি ও বেনগাজির প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারে বিভক্ত। এই অস্থির অবস্থার সুযোগ নিয়েছে মানবপাচারকারী চক্র। তাদের ফাঁদে পা দিয়ে আফ্রিকা, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সংঘাত ও দারিদ্র্য থেকে পালিয়ে আসা অভিবাসীরা ভিড় করেন উত্তর আফ্রিকার দেশ লিবিয়ায়। সেখান থেকেই ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে উন্নত জীবনের খোঁজে ইউরোপে আশ্রয় নেয়ার স্বপ্ন দেখেন তারা।

নাট্যসংঘ কানাডার চতুর্থ

শেষ পাতার পর

থেকে রাত সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ছয়টি পূর্ণাঙ্গ মঞ্চ নাটক ও একটি নৃত্যনাট্যসহ মোট নয়টি মঞ্চায়ন হবে। এ উপলক্ষে কানাডার টরেন্টোর বাংলাদেশ সেন্টারে এক 'মিট অ্যান্ড গ্রিট' অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী বাঙালি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক, পৃষ্ঠপোষক, শুভাকাঙ্খীসহ অর্ধশতাধিক মানুষ।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের ভূতপূর্ব সংবাদ উপস্থাপক আসমা আহমেদ মাসুদ, সংস্কৃতিজন সুমন সাঈদ, নাট্যজন নয়ন হাফিজ, সবিতা সোমানী, মিথুন রেজা, শিল্পী দম্পতি কচি রানা ও রেশমা রণি, কবি পারভেজ চৌধুরী, সম্প্রচার বিশেষজ্ঞ সায়েম মোহাম্মদসহ অন্যান্য সুধীজনেরা।

শুভেচ্ছা বক্তব্যে বক্তারা চতুর্থ নাট্যোৎসবের সাফল্যকামনা করে বলেন, নাটক মানুষের চিন্তা শক্তিকে শানিত করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে, নাটক সুন্দরের প্রতীক। এ সময়ে অভিবাসী বিশেষজ্ঞ মনীশ পাল, রিয়েলটর সুকোমল রায় নাট্যসংঘ, কানাডা'র যেকোনো কর্মকাণ্ডে সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। ব্যারিস্টার সূর্য চক্রবর্তী নাট্যসংঘ, কানাডার ভূয়সী করে সুস্থ ও সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চর্চার অগ্রযাত্রায় তাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।

রোমে বাংলাদেশিদের ওপর সন্ত্রাসী

শেষ পাতার পর

বিক্ষোভে সংহতি প্রকাশ করে অংশগ্রহণ করেন বরিশাল জেলা সমিতি, বৃহত্তর নোয়াখালী সমিতি, নোয়াখালী সমিতি, ফেনী জেলা সমিতি, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন ইতালি, যুব উন্নয়ন ব্যবসায়ী সমিতি, বাংলাদেশ সমিতি, সেন্তসেল্লে ঐক্য পরিষদ, তুসকোলানা বন্ধু মহল, একতা ব্যবসায়ী সমিতি, নবজাগরণ নারী কল্যাণ সমিতি, চৌদ্দগ্রাম উপজেলা সমিতিসহ রোমের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের নেতারা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্রবাসীরা ইতালির অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অথচ সম্প্রতি আমাদের ওপর একের পর এক হামলার ঘটনা ঘটছে- যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমরা চাই ইতালি প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিক, অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনুক। প্রবাসীরা কোনো বিভাজনে বিশ্বাসী নয়- আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাই।

বক্তারা আরও বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। বিক্ষোভ শেষে নিহত ও আহত প্রবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় এবং ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ থাকার শপথ নেন উপস্থিত প্রবাসীরা।

ঢাকার অনুরোধে বেস্টিনেট

শেষ পাতার পর

মালয়েশিয়া পুলিশ সদর দপ্তর) ও ঢাকার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ তত্ত্বাবধানে রয়েছে। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন নাসুশন ইসমাইল জানান, বিষয়টি সরকার-টু-সরকার (জিটুটি), একইসঙ্গে পুলিশ-টু-পুলিশ (পিটুপি) ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের সাম্প্রতিক মালয়েশিয়া সফরকালে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। উভয় পক্ষই সম্মত হয়েছে যে, বিষয়টি পুলিশ-টু-পুলিশ পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। আপাতত এর বেশি কিছু বলতে চাই না। তবে, বাংলাদেশ সরকার তাদের প্রত্যর্পণ, তদন্ত নাকি বিচারড় কোনটি চেয়েছে তা পরিষ্কার করেননি তিনি। গত বছরের নভেম্বরে মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমিনুল ইসলাম ও রুহুল আমিনকে গ্রেপ্তারের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাওয়া গেছে। অভিযোগ করা হয়, তারা অর্থপাচার, চাঁদাবাজি ও মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত। তখন দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের আটকের অনুরোধটি প্রত্যর্পণের জন্য নাকি আরও তদন্তের জন্য সেটি স্পষ্ট হতে ঢাকার কাছে ব্যাখ্যা চায়।

হাইকমিশনারের; দ্রুত সমঝোতা

শেষ পাতার পর

এতে দুইদেশের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য আরো শক্তিশালী হবে। সম্প্রতি মালদ্বীপের ধর্মমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ শাহিম আলী সাঈদের সঙ্গে দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনার ড. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম এর এক সৌজন্য সাক্ষাতে শুক্রবারের জুমার খুতবা বাংলায় অনুবাদ করার প্রস্তাব রাখেন হাইকমিশনার।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে বাংলাদেশ হাইকমিশনারের পার্সোনাল অফিসারের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।সাক্ষাতে বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়াসহ শিক্ষা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা আরও জোরদারে সম্মত হয় দুই দেশ।একইসাথে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ধর্মীয় সম্পৃক্ততা, ইসলামিক জ্ঞান বিনিময় এবং মালদ্বীপের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনার সুযোগ বৃদ্ধিতেও সম্মত হয়েছেন দুই কূটনীতিক।

সাক্ষাতে দুই দেশের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সহযোগিতা আরও কাঠামোবদ্ধ করতে দ্রুত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ, ইসলামিক গবেষক ও শিক্ষাবিদদের বিনিময় কার্যক্রম আরও সহজ হবে বলে উভয় পক্ষ আশা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ শাহিম আলী সাঈদ বলেন, মালদ্বীপ বাংলাদেশকে একটি ভ্রাতৃপ্রতিম ও নির্ভরযোগ্য অংশীদার দেশ হিসেবে বিবেচনা করে।এসময় বাংলাদেশের সহযোগিতার সম্ভাব্য কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করে তিনি বলেন,আমরা বাংলাদেশের অভিজ্ঞ ইসলামিক আলেম ও বিশেষজ্ঞদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাই।

এছাড়াও মন্ত্রী বলেন,বাংলাদেশের যাকাত ব্যবস্থাপনা একটি প্রশংসনীয় মডেল।এটি আমাদের দেশেও অনুসরণযোগ্য হতে পারে।একইসাথে বাংলাদেশের মানবসম্পদ, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ খাতে ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং দু'দেশের ধর্মীয় বন্ধন আরো সুদৃঢ় করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

হাইকমিশনার ড. মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।এবং বাংলাদেশ মালদ্বীপের সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদারে পাশে থাকবে।

সাপ্তাহিক
প্রবাসীর কথা
প্রবাসের কথা বলে...

ঢাকা রবিবার ২ নভেম্বর-২০২৫ ॥ ১৭ কার্তিক-১৪৩২ | শেষের পাতা

চলতি বছর মালদ্বীপে ২৬ বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে

মালদ্বীপ প্রতিনিধি

ভাগ্যান্বেষণের প্রত্যাশায় দেশ ছেড়ে প্রবাসে পাড়ি জমিয়েছিলেন তারা। স্বপ্ন ছিল জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ নির্মাণের। কিন্তু সেই স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটেছে বিদেশের নির্মম বাস্তবতায়। মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে নিঃশেষ হয়েছে আরও তিন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাণপ্রবাহ। মালদ্বীপে নিযুক্ত বাংলাদেশ হাইকমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরে এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

রোমে বাংলাদেশিদের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ইতালি প্রতিনিধি

প্রবাসী বাংলাদেশিদের ওপর একের পর এক সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন রোমে বসবাসরত বাংলাদেশিরা। সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেলে এ বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তারা। ওইদিন বিকেল ৩টা থেকে রোমের ভিয়া তুসকোলানার কনসিলি পার্কে হাজারেরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি ব্যানার, ফেস্টুন প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে অংশ নেন বিক্ষোভে। বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন বাংলাদেশিদের ওপর হামলা বন্ধ করতে হবে, নিরাপত্তা চাই, ন্যায় বিচার চাই। একতার শক্তিতে সন্ত্রাস প্রতিহত করবো। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিক্ষোভটি পিয়াজ্জা সান জুভাননি বস্কোতে গিয়ে শেষ হয়। এই কর্মসূচির আয়োজন করে তুসকোলানা সমাজ কল্যাণ সমিতি ও প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি। এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

মালদ্বীপকে জুমার খুতবা বাংলায় অনুবাদ করার প্রস্তাব
হাইকমিশনারের; দ্রুত সমঝোতা স্মারক সইয়ে সম্মত দু'দেশ

মালদ্বীপ প্রতিনিধি

বিশ্বের অন্যতম পর্যটনের দেশ মালদ্বীপে লাখেরও অধিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মরত আছেন।এই লক্ষ্যে দেশটিতে শুক্রবারের জুমার খুতবা বাংলায় অনুবাদ করা হলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ধর্মীয় বার্তাগুলো আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

কমিউনিটির কল্যাণে অবদান, বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাবের চেয়ারম্যানকে সম্মাননা

ওমান প্রতিনিধি

ওমানজুড়ে কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কমিউনিটির কল্যাণে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মান এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

লিসবনে যাত্রা শুরু করল বাংলা গণমাধ্যম 'নোটিসিয়াস বাংলা'

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

ইউরোপ প্রবাসীদের জন্য নিবেদিত একটি ডিজিটাল সংবাদ ও বিনোদন প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

লিবিয়ার উপকূলে নৌকাডুবি: নিহত ১৮, বাংলাদেশিসহ উদ্ধার ৯০

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

লিবিয়ার উপকূল থেকে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌছানোর চেষ্টারত একটি অভিবাসীবাহী নৌকা উল্টে ১৮ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী মারা গেছেন। মঙ্গলবার রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে, এ ঘটনায় বাংলাদেশিসহ অন্তত ৯০ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। লিবিয়ার এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

মালয়েশিয়া প্রবাসীকে হেয় করার অভিযোগ

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

নেত্রকোণা জেলার সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স প্রেরণকারী মালয়েশিয়া প্রবাসী ব্যবসায়ী মো. সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা ও অপবাদমূলক ভিডিও

ছড়ানো হয়েছে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ হাইকমিশনে লিখিত আবেদন এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

লিবিয়া থেকে ফিরল ৩০৯ বাংলাদেশি

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

লিবিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন প্রতারণা ও পাচারের শিকার ৩০৯ বাংলাদেশি নাগরিক। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফ্লাই ওয়া ইন্টারন্যাশনাল পরিচালিত একটি বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌছান। বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর যৌথ উদ্যোগে এই প্রত্যাবাসন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। বিমানবন্দরে পৌছানোর পর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইওএম-এর কর্মকর্তারা তাদের স্বাগত জানান। বিমানবন্দর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের (বিএমইটি) সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শাহেদ হোসেন জানান, দেশে ফেরা প্রত্যেককে আইওএমের পক্ষ থেকে ছয় হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা ও খাবার দেওয়া হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক থেকেও তাদের সার্বিক সহায়তা দেওয়া হয়।

সরকারি সূত্র জানিয়েছে, লিবিয়ায় অবস্থানরত এসব বাংলাদেশি মূলত মানবপাচারকারীদের প্রতারণার শিকার হন। তাদের ইউরোপে পৌছে দেওয়ার আশ্বাসে দালাল চক্র বিপুল অর্থ হাতিয়ে নেয়। অনেকে অবৈধভাবে সমুদ্রপথে ইউরোপে যাওয়ার চেষ্টা করলে পথে ধরা পড়েন, আবার অনেকে লিবিয়ায় অপহরণ ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।

সরকারের দেওয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই প্রত্যাবাসন কার্যক্রমে লিবিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, লিবিয়া এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

ঢাকার অনুরোধে বেস্টিনেট প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া প্রতিনিধি

বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধে বেস্টিনেট প্রতিষ্ঠাতা আমিনুল ইসলাম আব্দুল নূর ও তার সহযোগী রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছে। অর্থপাচারসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে তাদের প্রত্যর্পণের বিষয়টি বুকিত আমান (রয়্যাল এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

১৩ বছর ধরে ভুয়া পরিচয়ে বসবাস অবশেষে বাংলাদেশি যুবক আটক

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক সেজে থাকার অভিযোগে হাসান ইবনে আব্দুল্লাহ নামে এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে দেশটির অভিবাসন বিভাগ। তিনি স্থানীয় নাগরিক 'নুরুল আরফিন' নাম ব্যবহার করে ভুয়া পরিচয়ে বসবাস করছিলেন। এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

পর্তুগালে বসবাসরত অভিবাসীদের জন্য নাগরিকত্বের কঠোর শর্ত

প্রবাসীর কথা ডেস্ক

পর্তুগালে বসবাসরত অভিবাসীর জন্য এসেছে এক বড় দুঃসংবাদ। দেশটির সংসদে সম্প্রতি পাস হয়েছে নতুন নাগরিকত্ব আইন, যেখানে পর্তুগিজ নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বৈধভাবে বসবাসের সময়সীমা দ্বিগুণ করে ৫ বছরের পরিবর্তে ১০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

নাট্যসংঘ কানাডার চতুর্থ নাট্যোৎসব ৮-৯ নভেম্বর

কানাডা প্রতিনিধি

নাটক সমাজের দর্পণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার, শুদ্ধাচার শুভ ও সুন্দরের পথে মানুষকে ধাবিত করে এই ধারণাকে উপজীব্য করে কানাডার টরেন্টোতে নাট্যসংঘের আয়োজনে এসটি প্যাট্রিক ক্যাথলিক সেকেন্ডারি স্কুলে চতুর্থ নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৮ও ৯ নভেম্বর। দুই দিনব্যাপী এই চতুর্থ নাট্যোৎসবে বিকেল তিনটা এরপর পৃষ্ঠা ১১ এ দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক
এস. এম. রহমান পারভেজ

বি.এস, প্রিন্টিং প্রেস ৫২/২ টয়েরী সার্কুলার রোড থেকে মুদ্রিত বাড়ী নং-৫৪৪-২০০, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত ফোন ঃ (+৮৮০১৭৮৪৮৮৩৩২৪ সম্পাদক ও প্রকাশক)
অফিস- +৮৮০১৮৮৯৬৩৩৩৩, মালয়েশিয়া+৬০১৬৬৩৪ ১৩৮৬, e-mail: probashirkotha@ live.com, probashirkothai yahoo.com